ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-225 ■ 25 May, 2025 ■ আগরতলা ২৬ মে, ২০২৫ ইং ■ ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

অপারেশন সিঁদুর বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৫ মে।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ 'আকাশবাণী' থেকে সম্প্রচারিত 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি সামরিক অভিযান নয়, এটি দেশের সংকল্প ও সাহসের প্রতীক। এই অভিযান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিখুঁত ও সাহসী পদক্ষেপের প্রতিফলন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অভিযানের পর সারা দেশে দেশপ্রেম ও তিরঙ্গার প্রতি আবেগ আরও জোরদার হয়েছে। দেশের শহর, গ্রাম ও মফস্বলে তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষ সশস্ত্র বাহিনীর সম্মানে পতাকা হাতে রাস্তায় নেমেছেন। তিনি আরও বলেন, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন সময়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের নাম বিহারের কাটিহার এবং উত্তরপ্রদেশের কুশীনগর-সহ বিভিন্ন জায়গায় 'সিন্দুর' রাখা হয়েছে, যা এই অভিযানের প্রতি মানুষের আবেগের প্রতিফলন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, এই অভিযানে ব্যবহৃত ভারতীয় প্রযুক্তি ও অস্ত্র আত্মনির্ভর ভারতের দৃঢ় প্রতীক। তিনি স্থানীয় প্রযুক্তিবিদ ও ইঞ্জিনিয়ারদের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, তাদের প্রচেষ্টার ফলে দেশ 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর পথে এগোচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির কাটেজহরি গ্রামে প্রথম বাস পৌঁছানোর ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একসময় এই গ্রাম নকশালপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু আজ উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে গেছে। ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল উজ্জ্বল হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি গুজরাটের গির অরণ্যে এশিয়াটিক সিংহের সংখ্যা ৬৭৪ থেকে বেড়ে ৮৯১ হওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, মহিলাদের বন আধিকারিক পদে নিয়োগ এবং সমাজের স্বত্ববোধই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। প্রধানমন্ত্রী সিকিমের ডঃ চেভাং নোরবু ভূটিয়া-র ক্রাফটেড ফাইবার উদ্যোগ এবং উত্তরাখণ্ডের জীবন জোশী-র পরিবেশবান্ধব শিল্পকলার প্রশংসা করেন। তিনি তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলার মহিলাদের ড্রোন ব্যবহার করে ওষুধ ছড়ানোর দক্ষতা তুলে ধরে বলেন, এখন এই নারীরা শুধুমাত্র ড্রোন অপারেটর নন, বরং 'স্কাই ওয়ারিয়র' নামে খ্যাত। ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশাখাপত্তনম-এ প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণের কথা জানান। তিনি বলেন, যোগব্যায়াম আজ চার প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করছে। তিনি বলেন, ডব্লিউএইচও-র সঙ্গে সমঝোতা স্বাক্ষরের ফলে এখন থেকে আয়ুর্বেদের আন্তর্জাতিকীকরণ আরও বিস্তৃত হবে। ঋক্ষচ্ছক্ক-র উদ্যোগে চালু হওয়া 'শুগার বোর্ড' স্কুলে শিশুদের মধ্যে সুস্থ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। আইটিবিপি বাহিনীর সদস্যরা মাকালু অভিযানে ১৫০ কেজি অজৈব বর্জ্য নিচে নামিয়ে এনে পরিবেশ রক্ষায় উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, দেশে প্রতি টন কাগজ পুনর্ব্যবহারে ১৭টি গাছ কাটার হাত থেকে বাঁচানো যায়। ভারতের অনেক স্টার্টআপ এখন পরিবেশবান্ধব উপায়ে কাগজ রিসাইক্লিং করছে। এই বছর বিহার রাজ্য খেলো ইন্ডিয়া গেমসের সাফল্যপূর্ণ আয়োজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত"-এর ১২২ তম পর্বটি মোহনপুর মন্ডলের গজারিয়া গ্রামে ৩৪নং বুথের নাগরিকদের সঙ্গে শোনেন।

এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান আজ মোহনপুর মন্ডল এর সমস্ত ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে শোনার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী আজ ওই এলাকার সমস্ত ভোটার, দলীয় কর্মীরা একত্রিত হয়ে একসঙ্গে বসে মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনেছেন। পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে শিশুরা উপস্থিত ছিল। ফলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন সে সকল বিষয়ে প্রত্যেকে অবগত হয়েছেন।

পহেলগাঁও হামলার পর ভারতের অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে গোটা দেশের বিভিন্ন বিষয়ের কথা তুলে ধরেছেন। অপারেশন সিঁদুর থেকে শুরু করে মাওবাদী হামলা নিয়েও কথা বলেছেন তিনি। এছাড়াও যোগা, স্বনির্ভরতা, এবং স্টার্টআপ এর মাধ্যমে আর্থিক উপার্জন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এদিনের বক্তব্য অত্যন্ত সময়উপযোগী এবং আগামীতে দেশের যুবাদের চলার পথকে আরো মসৃণ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ জন সাধারণ জনগণ গজারিয়াতে এই অনুষ্ঠান শুনেছেন।

রাজ্যে বর্তমানে ৩০ শতাংশের বেশি আসামি দন্ডিত হচ্ছেঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ মে।। ঊনকোটি জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং মাদকবিরোধী লড়াই নিয়ে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সদর কৈলাসহরে পুলিশ সুপার (এসপি) কার্যালয়ে আয়োজিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য পুলিশের মহা-পরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধ্যানকর।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি রতি রঞ্জন দেবনাথ, উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, জেলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ, বিভিন্ন থানার ওসি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিজিপি অনুরাগ ধ্যানকর জানান, ডিজিপি হিসেবে এটি তাঁর প্রথম ঊনকোটি সফর হলেও পূর্বেও বহুবার তিনি এই জেলায় এসেছেন। তিনি বলেন, "আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কেবল পুলিশের একার দায়িত্ব নয়; সাধারণ মানুষের সহযোগিতাই এই কাজে অন্যতম শক্তি।" তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানান।

ডিজিপি আরও জানান, তাঁর এই সফরের মূল লক্ষ্য হলো মুখ্যমন্ত্রীর 'নেশামুক্ত ত্রিপুরা' গড়ার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে কৌশল নির্ধারণ এবং প্রয়োগের রূপরেখা তৈরি করা। তিনি বলেন, "আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ৩০ শতাংশের বেশি আসামি দণ্ডিত হচ্ছেন, যা একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত।"

তিনি এদিন জানান, ঊনকোটি সফর শেষে তিনি উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে যাবেন এবং সেখান থেকে কাঞ্চনপুরে অবস্থিত ১৩ নম্বর টিএসআর ব্যাটালিয়নে গিয়ে জওয়ানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

এদিকে, আজকের এই আকস্মিক সফরকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, মাদকবিরোধী লড়াইকে আরও তীব্র করতে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনে বড় ধরনের কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনাবাদি জমিতে চাষে সরকারি সাহায্যের আশ্বাস মন্ত্রী বিকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। দক্ষিণ গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের চিন্তা কুমার মৌসুমপাড়া এলাকায় অনুষ্ঠিত এক উন্মুক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে কৃষি উন্নয়ন ও জনসাধারণের সমস্যার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের এই উদ্যোগে স্থানীয় কৃষক ও সাধারণ মানুষের সরব উপস্থিতি সভাটিকে রূপ দেয় এক গণশুনানিতে।

সভায় অংশগ্রহণকারী নাগরিকরা দীর্ঘদিনের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ তুলে ধরেন, যার মধ্যে অন্যতম ছিল অনাবাদি কৃষিজমির সমস্যা। সভা শেষে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে দেখেন, বহু কৃষিজমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। কৃষকদের সঙ্গে কথোপকথনে জানা যায়, মূলত আর্থিক অসচ্ছলতা ও সরকারি সহায়তার অভাবে এসব জমিতে চাষাবাদ সম্ভব হচ্ছে না।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রী আশ্বাস দেন, খুব শীঘ্রই রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ও চাষাবাদের উপযোগী সহায়তা প্রদান করবে। তিনি বলেন, "কৃষি আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। জমি পতিত পড়ে থাকা মানে সামগ্রিক ক্ষতি। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আমরা সক্রিয়ভাবে কাজ করব।"

সভায় আরও উঠে আসে অবকাঠামোর অভাব, শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা, পানীয় জলের সংকট, রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, বৃদ্ধ ও বিধবা ভাতার জটিলতা এবং কর্মসংস্থানের অভাবের মতো নানা জনজীবনঘনিষ্ঠ সমস্যা। প্রতিটি বিষয়ে মন্ত্রী মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন এবং জানান, সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দ্রুত অবহিত করে সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "আমি শুধু একজন মন্ত্রী নই, আপনাদের সাথী।

কথা বলুন, আমি শুনছিআমি আছি। এই অঞ্চলকে উন্নত ও স্বনির্ভর করতে আমরা সকলে মিলে এগিয়ে যাব।"

এদিনের মতবিনিময় সভা এবং এলাকায় সরাসরি পরিদর্শন প্রমাণ করে, বর্তমান সরকার মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে সমস্যা শুনতে এবং সমাধানে পদক্ষেপ নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। মন্ত্রীর এই আন্তরিক যোগাযোগ ও আশ্বাসে এলাকাবাসীর মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

বিনা চিকিৎসায় শিশু মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ মে।। কৈলাসহর রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিন মাসের শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কুমারঘাট এলাকার বাসিন্দা উজ্জ্বল দাস নামে এক ব্যক্তির তিন মাসের কন্যা সন্তানকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে চিকিৎসার জন্য প্রথমে কৈলাসহরের একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে সভায় মানিক সরকার

সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পার্টির ভূমিকা আরও জোরালো করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ মে।। সিপিআইএম বিশালগড় কমিটির উদ্যোগে রবিবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জের শচীন দেববর্মন কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হলো পার্টির ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টিং সভা।এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় পার্টির সর্বভারতীয় স্তরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিস্তারিত রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয় এবং দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়।সভায় বিভিন্ন কর্মী ও নেতারা অংশগ্রহণ করেন এবং রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সংগঠন মজবুত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। মানিক সরকার তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতির সমালোচনা করে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পার্টির ভূমিকা জোরদার করার আহ্বান জানান।

আজ নজরুল জয়ন্তী

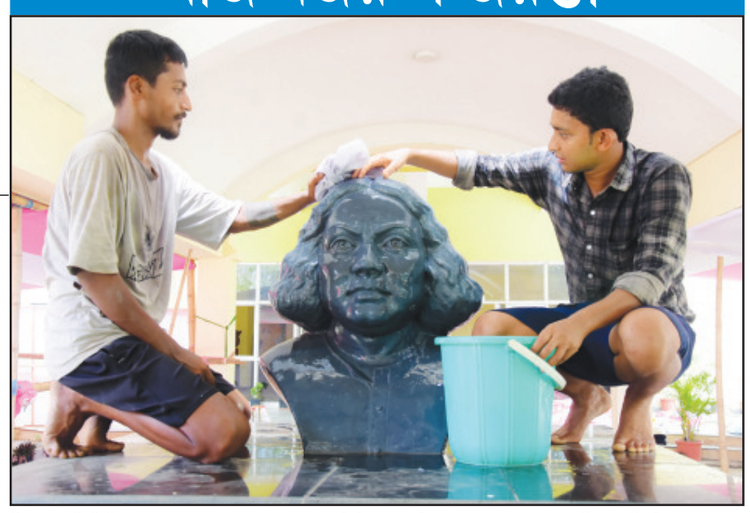

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। আগামীকাল কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে আবক্ষ মূর্তি পরিষ্কার করা হচ্ছে নজরুল কলাক্ষেত্রে। কাজী নজরুল ইসলাম বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, সংগীতস্রষ্টা, দার্শনিক, যিনি বাংলা কাব্যে অগ্রগামী এবং অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪মে পশ্চিমবঙ্গের এক বাঙালি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আগামীকাল ওনার ১২৬ তম জন্ম জয়ন্তী। এই দিনটি রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে নজরুল কলাক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তি পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রস্তুতি চলছে। আগামীকাল প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্যরা। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে নজরুল নৃত্য।

চানমারিতে দুই শিশুর মৃত্যু ক্ষতিপূরণ

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। চানমারিতে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ঘোষিত আর্থিক সহায়তা প্রশংসিত হলেও, বিগত বছরের অনুরূপ ঘটনাগুলিতেও সমান সহানুভূতির প্রয়োগ চাইলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা জানান, মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি চানমারিতে ঘটনার শিকার শিশুটির পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এজন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তবে একইসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, গত বছর জুন মাসে মোহনপুর সাব-ডিভিশনের রামসুন্দর পাড়ায় দুটি শিশু এবং সাবরুমের কালাচেপায় ৯ বছরের এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল। সেই সব ক্ষেত্রেও পরিবারগুলো এখনো সরকারি সহায়তার আশায় দিন কাটাচ্ছে।

জিতেন চৌধুরী বলেন, যেভাবে চানমারির শিশুর পরিবারের পাশে দাঁড়ানো হয়েছে, তেমনিভাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ হাজার চারা গাছ ধ্বংস

রাইয়াবড়িতে দুষ্কৃতিরা নিয়মিতভাবে গাছ কাটা নিয়ে দপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ মে।। দীর্ঘদিন ধরেই উদয়পুরের রাইয়াবাড়ি এলাকায় নিয়মিতভাবে রাবার গাছ সহ নানা ফল ও সবজি গাছ নষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কে বা কারা পরিকল্পিতভাবে কয়েকদিন অন্তর অন্তর এসব গাছ নষ্ট করে দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্বেও একাধিকবার উত্তেজনা ও ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

সম্প্রতি রাইয়াবাড়ি ও পূর্ব গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিবেশ রক্ষায় কাজ করা 'সবুজ সংকেত বন কমিটি' বনদপ্তরের আধিকারিকদের কাছে আবেদন করে কিছু গাছের চারা দেওয়ার জন্য। সেই আবেদনের ভিত্তিতে বনদপ্তর কমিটিকে কয়েক হাজার চারা গাছ সরবরাহ করে। পরে কমিটির সদস্যরা এলাকায় সেই চারা গাছগুলো রোপণ করেন।

কিন্তু, অভিযোগ উঠেছে যে, বহিরাগত কিছু দুস্কৃতি ব্যক্তি ওই গাছগুলোর বড় অংশ কেটে ফেলেছে। সবুজ সংকেত বন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রায় আট হাজার গাছ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় আহত পাশে নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ মে।। গত শুক্রবার চড়িলাম মন্ডলের উদ্যোগে তিরঙ্গা র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। র‍্যালি শেষে বাড়ি ফেরার পথে উত্তর ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তথা বলাই দেবনাথ যান দুর্ঘটনায় আহত হন। বিজেপি কর্মী যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন জেনে চড়িলাম বিজেপি মন্ডল সভাপতি সহ কর্মী সমর্থকরা আহত বলাই দেবনাথের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়ে কিছু আর্থিক রাশি এবং এক মাসের বাজার সামগ্রী সহ ৫০ কেজি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২৬ মে,২০২৫ইং
১১ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব নাই

সরলতাকে দুর্বলতা ভাবিলে ভুল হইবে। ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের প্রতিটি নাগরিক দায়বদ্ধ। বারবার দেশপ্রেমিক জনগণ এবং দেশের সেনাবাহিনী তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে সিঁদুর অপারেশন চালাইয়া ভারত প্রমাণ করাইয়া দিয়াছে যে ভারত কোন অংশেই কাহারো চাইতে দুর্বল নয়। তবে ভারত অহেতুক কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চায় না। পাকিস্তান সরকারের তরফ হইতে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব আসিতেই ভারত সরকার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে আমেরিকা ফায়দা লুটিবার কৌশল গ্রহণ করিয়াছিল। ভাবিয়া ছিল ভারতের সরলতার সুযোগকে কাজে লাগাইয়া আমেরিকা নিজেকে আবারো শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিবে। কিন্তু ভারত তৃতীয় পক্ষের এই ধরনের কোন ধরনের মন্তব্যকে সায় দেয় নাই। ভারত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছে তৃতীয় কোন পক্ষের হস্তক্ষেপে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয় নাই। সরাসরি পাকিস্তান সরকার সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দেওয়ার পরই ভারত সরকার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া শান্তির পরিবেশ ফিরাইয়া পানি বার প্রয়াস নিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়ে ভারত আবারো প্রমাণ করিয়াছে ভারত সবসময়ই শান্তি সম্প্রীতির পথপ্রদর্শক। ভারতীয় সেনা, বিদেশ সচিব, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বারবার জানাইয়াছেন, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতে তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব নাই। এবার এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও একই কথা জানাইলেন। নমোর স্পষ্ট কথা, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি হইয়াছে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায়। সেখানে তৃতীয় কারও অস্তিত্বই নাই।এই তৃতীয় পক্ষ হইল আমেরিকা। সংঘর্ষবিরতির দিন থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডট্রাম্প দাবি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার মধ্যস্ততাতেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দুই দেশের মধ্যেকার যুদ্ধ থামিয়াছে। ক'দিন আগে হোয়াইট হাউসে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সাইরিল রামাফোসার সঙ্গে আলাপচারিতাতেও তিনি দাবি করেন, বাণিজ্যের শর্তেই ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি সম্ভব হইয়াছে। যাহার মধ্যস্ততা তিনিই করিয়াছেন। অপারেশন সিঁদুর নিয়া বলিতে গিয়া মোদি বলেন, পাকিস্তান সরাসরি সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ জানাইতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াছিল। এর মধ্যে তৃতীয় কেউ ছিল না।

গত বৃহস্পতিবার সাইরিল রামাফোসারকে ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়া ট্রাম্প বলেন, "আপনি যদি একবার দেখেন যে আমরা পাকিস্তান এবং ভারতের সঙ্গে কী করিয়াছি। পুরো ব্যাপারটাই মিটাইয়াছি। আমার মনে হয় বাণিজ্যের মাধ্যমে এটা মিটাইয়া ফেলিয়াছি।" আরও বলেন, "আমেরিকা উভয় দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের চেষ্টা করিতেছে। এখানেই না থামিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, "কারো না কারো তো শেষ গুলিটা চালানো উচিত। কিন্তু গুলিবর্ষণ খারাপ থেকে খারাপতর হইতেছিল, সংঘর্ষ বড় এবং গভীর হইতেছিল। একই দিনে বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতিতে আমেরিকার কোনও ভূমিকা নাই। তিনি বলেন, "পাক সেনার তরফ থেকে বার্তা পাঠানো হইয়াছিল যে তাহারা আক্রমণ থামাইতে চায়। আমরা সেই বার্তার যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছি।" মার্কিন ভূমিকা নিয়া তিনি বলেন, "আমেরিকা তো আমেরিকাতেই ছিল। তাহাদের বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স যথাক্রমে আমার সঙ্গে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। তবে সেটা কেবলমাত্র উদ্বেগ প্রকাশের জন্য।"

বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্ম জয়ন্তী

নজরুল ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন মসজিদের ইমাম ও মাযারের খাদেম। নজরুলের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত।

বাংলা সঙ্গীতের প্রায় সবকটি ধারার পরিচর্যা ও পরিপুষ্টি, বাংলা গানকে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন এবং লোকসঙ্গীতাশ্রয়ী বাংলা গানকে উপমহাদেশের বৃহত্তর মার্গসঙ্গীতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্তি নজরুলের মৌলিক সঙ্গীতপ্রতিভার পরিচায়ক।

নজরুল ছিলেন একাধারে পালাগান রচয়িতা ও অভিনেতা। নজরুলের কবি ও শিল্পী জীবনের শুরু এ লেটোদল থেকেই। হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ও লেটোদল থেকেই শুরু হয়েছিল।

১৯১০ সালে নজরুল পুনরায় ছাত্রজীবনে ফিরে যান। প্রথমে তিনি রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ স্কুল এবং পরে মাথরুন উচ্চ ইংরেজি স্কুলে (পরে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন) ভর্তি হন। দুর্ভাগ্যক্রমে আর্থিক অনটনের কারণে ষষ্ঠ শ্রেণির পর নজরুলের ছাত্রজীবনে আবার বিঘ্ন ঘটে। মাথরুন স্কুল ছেড়ে তিনি প্রথমে বাসুদেবের কবিদলে, পরে এক খ্রিস্টান রেলওয়ে গার্ডের খানসামা পদে এবং শেষে আসানসোলে চা-রুটির দোকানে কাজ নেন। চা-রুটির দোকানে চাকরি করার সময় আসানসোলের দারোগা রফিজউল্লার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয় এবং তাঁর সুবাদেই নজরুল ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে আবার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ স্কুলে নজরুল ১৯১৫-১৭ সালে একটানা অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। প্রিটেস্ট পরীক্ষার সময় ১৯১৭ সালের শেষদিকে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

১৯১৭ সালের শেষদিক থেকে ১৯২০ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছর নজরুলের সামরিক জীবনের পরিধি। এ সময়ের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গলি রেজিমেন্টের একজন সাধারণ সৈনিক থেকে ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। রেজিমেন্টের পাঞ্জাবি মৌলবির নিকট তিনি ফারসি ভাষা শেখেন, সঙ্গীতানুরাগী সহসৈনিকদের সঙ্গে দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতচর্চা করেন এবং একই সঙ্গে সমভাবে গদ্যে-পদ্যে সাহিত্যচর্চা করেন। করাচি সেনানিবাসে বসে রচিত এবং কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের রচনাবলির মধ্যে রয়েছে 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনি' (সওগাত, মে ১৯১৯) নামক প্রথম গদ্য রচনা, প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, জুলাই ১৯১৯) এবং অন্যান্য রচনা: গল্প 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে'; কবিতা 'আশায়', 'কবিতা সমাধি' প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য যে, করাচি সেনানিবাসে থেকেও তিনি কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকা, যেমন: প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী, মর্মবাণী, সবুজপত্র, সওগাত ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তাছাড়া তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এমনকি ফারসি কবি হাফিজেরও কিছু গ্রন্থ ছিল। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের আনুষ্ঠানিক সাহিত্যচর্চার শুরু করাচির সেনানিবাসে থাকাবস্থায়ই। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে নজরুল দেশে ফিরে কলকাতায় সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। কলকাতায় তাঁর প্রথম আশ্রয় ছিল ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি-র অফিসে সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফর আহমদের সঙ্গে। শুরুতেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সদ্যোরচিত বাঁধন-হারা উপন্যাস এবং 'বোধন', 'শাত-ইল-আরব', 'বাদল প্রাতের শরাব', 'আগমনী', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহরর্ম', 'ফাতেহা- ই-দোয়াজদহম প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রের মাধ্যমে নজরুলের 'খেয়া-পারের তরণী' এবং 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতাদুটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বাংলার সারস্বত সমাজে তাঁকে স্বাগত জানান। কলকাতার দুটি সাহিত্যিক আসর 'গজেনদার আড্ডা' ও 'ভারতীয় আড্ডা'য় অতুলপ্রসাদ সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ করমতুল্লা খাঁ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার সমকালীন শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যজগতের দিকপালদের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। নজরুল ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; তখন থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দু দশক বাংলার দু 'প্রধান কবির মধ্যে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯২১ সালের এপ্রিল-জুন মাস নজরুলের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ সময়। এ সময় তিনি মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে পরিচিত হন পুস্তক প্রকাশক আলী আকবর খানের সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গেই নজরুল প্রথম কুমিল্লায় বিরজাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে আসেন। এখানে তিনি প্রমীলার সঙ্গে পরিচিত হন এবং এ পরিচয়ের সূত্র ধরেই পরে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে নজরুল আবার কুমিল্লা যান। ২১ নভেম্বর ভারতব্যাপী হরতাল ছিল। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা থেকে কলকাতা ফেরার পর নজরুলের দুটি ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে 'বিদ্রোহী' কবিতা ও 'ভাঙার গান' সঙ্গীত।১৯২১ সালের শেষদিকে নজরুল আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'কামাল পাশা' রচনা করেন, যার মাধ্যমে তাঁর সমকালীন আন্তর্জাতিক ইতিহাস-চেতনা এবং ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনের অসারতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও নজরুলকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। নজরুলের লাঙল ও গণবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কবিতাগুচ্ছ এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর অনুবাদ 'জাগ অনশন বন্দি ওঠ রে যত' এবং 'রেড ফ্লাগ' অবলম্বনে রক্তপতাকার গান এর প্রমাণ।

১৯২২ সালে নজরুলের যেসব সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয় সেসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল গল্প-সংকলন ব্যথার দান, কবিতা-সংকলন অগ্নি-বীণা ও প্রবন্ধ-সংকলন যুগবাণী। ১৯২২ সালে নজরুলের অপর বিপ্লবী উদ্যম হলো ধূমকেতু পত্রিকার প্রকাশ (১২ আগস্ট)। পত্রিকাটি সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হতো। ধূমকেতুর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় নজরুলের প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হলে ৮ নভেম্বর পত্রিকার ওই সংখ্যাটি নিষিদ্ধ করা হয়।. কলকাতায় আনা হয়। বিচারাধীন বন্দি হিসেবে ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে যে জবানবন্দি প্রদান করেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা 'রাজবন্দির জবানবন্দি' নামে সাহিত্য-মর্যাদা পেয়ে আসছে। ১৯৫২ সালে কাজী নজরুল ইসলামকে রাঁচির একটি মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং তারপরে ভিয়েনায় চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে তাকে পিক্স নামক রোগ ধরা পড়ে। তিনি ১৯৫৩ সালে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ১৯৭৬ সালে ২৯ আগস্ট বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি মসজিদের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

চ্যালেঞ্জ যখন রাষ্ট্রের প্রতি

কবিতা মুখোপাধ্যায়

মঙ্গল সন্ধ্যা, দূরদর্শনের সুইচ অন করতেই উঠে এলো সেই ভয়ঙ্কর সংবাদ কাশ্মীরে পহেলগাম রক্তাক্ত জঙ্গি আক্রমণের ফলে। বেছে বেছে গুলি করা হয়েছে হিন্দু এবং পুরুষদের। কোনও মহিলা ও শিশু আক্রান্ত নয়। খবরে এও জানা গেল যে এঁরা সবাই গিয়েছিলেন বেড়াতে। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সদ্য বিবাহিত। জঙ্গিরা হত্যালীলা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে সরাসরি ভারত সরকার, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে "মোদীকে যা কর বলিয়ে"। এতো বিস্ময়কর ঘটনা যে কয়েকজন জঙ্গি একটা সার্বভৌম দেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্রত্যক্ষভাবে চ্যালেঞ্জ করছে। যে অভিজ্ঞতা অবশ্যই আমাদের নেই। রাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই কি আজ ভারতবর্ষ বিপজ্জনক অবস্থানে পৌঁছে গেছে। প্রশ্ন অনেক।

২০১৯, গোটা কাশ্মীরকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে দিয়ে প্রতি গোটা দেশে এক ভয়ের, উদ্বেগের বাতাবরণ সৃষ্টি করে ঘোষিত হল ৩৭০ ধারা বাতিলের ঘোষণা। এর পরের অর্থে পদক্ষেপে কাশ্মীরের রাজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এখন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। এরপর লাগাতার প্রচারে এ বিশ্বাস, আশ্বাস দেশের মানুষের মধ্যে জন্ম নেয়, আস্থা, যার ফলেই করোনার প্রভাব মুক্ত হয়ে ভ্রমণপিপাসু মানুষ পূর্ণ ভাই বিশ্বাসে গেছেন ভূ-স্বর্গে বেড়াতে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর আস্থা শাস্ত্র রাখা যে কোনও দেশের নাগরিকের স্বাভাবিক অনুভূতি। কাশ্মীরে যাঁরা কখনও যাননি, তাঁরা এই উপলব্ধিতে কখনও পৌঁছবেন না কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষঠিক কেমন। ধর্মে ওঁরা নিশ্চয়ই মুসলিম, কিন্তু মানুষ হিসেবে অসম্ভব। অতিথিপরায়ণই শুধু নয়, তাঁরা বাইরে থেকে যাঁরা ওখানে বেড়াতে যান, তাঁদের সর্ব সুবিধা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ তৎপর থাকেন। প্রথমাবধি কাশ্মীর তার "কাশ্মীরিয়ত", তাদের "ইনসানিয়ত"-এর জন্য সুপরিচিত। একথা পুঁথি- পুস্তকের মধ্যে যেমন উল্লেখিত, ঠিক সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম কাশ্মীরে গিয়ে।

"কাশ্মীর: শান্তি প্রতীক্ষায়" বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব যখন আমার উপর ন্যস্ত হল, তখন প্রথম ভাবনায় উঠে এসেছিল এই চিন্তা, কাশ্মীরকে একবার চোখের দেখা দেখে আসতে হবেই। শুধু তাই নয়, চেয়েছিলাম কাশ্মীরের আত্মাটাকে স্পর্শ করতে। এটা ঘটনা, ভূস্বর্গ কাশ্মীর অবশ্যই ভিন্ন তার সৌন্দর্যে, তার অন্তরাত্মায়, যা তাকে ভিন্ন করেছে সমগ্র দেশের থেকে। তার বাইরের সৌন্দর্য যেমন সব সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনই আকর্ষণ করেছেল মুঘল সম্রাটদেরও। আসলে শুধু বাইরের সৌন্দর্যেই নয়, অন্তরের সৌন্দর্যেও কাশ্মীর অসাধারণ। ২০১৩-১৪ পরপর দু'বছর গেছি কাশ্মীরে। অমরনাথ থেকে বৈষ্ণোদেবী, শঙ্করাচার্যের মন্দির থেকে ডাল লেকে, শালের দোকান থেকে আপেল বাগান, বই-এর দোকান সর্বত্র আগে দেখেছি ওদের আন্তরিকতা। বাংলায় কথা শুনে শালের। দোকানের ছেলে যেমন বাংলায় কথা বলে ওঠে, তেমনই আপেল বাগানের তরুণ কাশ্মীরী ছেলেও। সবচাইতে বেদনাদায়ক গোটা বিশ্বের মুসলিম সমাজ আজ একঘরে হয়ে পড়েছেন শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ধর্ম এবং পর রাজনৈতিক ক্ষমতালোভী মানুষের জন্য। আর এখানেই বড় জিজ্ঞাসা সংখ্যালঘিষ্ঠ কর্মকাণ্ডের কাছে নতজানু হয়ে যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শুভ বোধ। পহেলগামে যে পর্যটক নিধন যজ্ঞটা ঘটল, সেটা কি শুধুই জঙ্গি হত্যা বলে দেগে দেওয়া হবে? নাকি প্রতিটি কাজের বিপরীতে যে প্রতিক্রিয়া থাকে তারই একটা ঝলক আমাদের সামনে উঠে এলো? আগে যে ঘটনা কখনও ঘটেনি, সেই ঘটনা কেন প্রত্যক্ষ করতে হল। রাষ্ট্রের আশ্বাসের প্রতি মানুষের বিশ্বাস এভাবে কেন ভেঙে গুলিয়ে গেল? কেন বেছে বেছে শুধু হিন্দু এবং পুরুষ পর্যটকদের হত্যা করা হল? স্থানীয় মানুষের, বিশেষজ্ঞ মহলের কথায়, এর আগে বহুবার কাশ্মীর জঙ্গি হানা দেখেছে, কিন্তু এবারের ঘটনা আপামর কাশ্মীরবাসীকে আঘাত করেছে, আঘাত করেছে তাদের "ইনসানিয়ত "কে। এই একটি হত্যাকাণ্ড অতি সাধারণ কাশ্মীরবাসীর রুটি- রুজিতে টান ধরিয়ে দিয়েছে। ঠিক এখান থেকেই প্রশ্ন ওঠে নাকি বর্তমান ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার যে বাতাবরণ যত দুর্বল হয়ে পড়ছে, যত হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান স্লোগান উচ্চস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে ততই দুর্বল হচ্ছে ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড, যা ভারতবর্ষকে ক্ষত বিক্ষত করবে, একথা বলতে কোনও দ্বিধা নেই। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি কাশ্মীরে মানুষের (যারা ধর্মে মুসলমান) তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া অধিকাংশ হিন্দু পুণ্যার্থীরা পারবেন না অমরনাথের ওই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে, বা শারীরিকভাবে দুর্বল কোনও পুণ্যার্থী পারবেন না বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে পৌঁছতে যদি না মুসলিম সহিসরা সযত্নে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আপনাকে পৌঁছে দেবে মন্দিরের দরজায়। অমনাথের যাত্রা পথে আকবর নামে আমার পথসাথী বলেছিলেন, আমাদের কাছে হিন্দু পুণ্যার্থীরা ঈশ্বরেরমতো। কিন্তু আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল এই পরম সতা- তোমরাই হলে অমরনাথ দর্শনের আসল পুরোহিত। তোমাদের ছাড়া ওরকম দুর্গম পথ অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব। স্বাভাবিকভাবে কথাটা উঠে আসবেই এটা তো ওদের রুটি রুজির পথ। অবশ্যই। পাশাপাশি, এ কথাও বলতে হয় যে, বহু ক্লেশ সহ্য করে যখন মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছনো যায়, তখন সেখানে মন্দির দর্শনে দু-দণ্ড দাঁড়াবার সুযোগ থাকে না ওখানকার হিন্দু পুরোহিতরা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকে। অমরনাথ হোক বা বৈষ্ণোদেবী বা অন্য কোনও মন্দির প্রাঙ্গণে চিত্রটা প্রায় একই, অথচ ওই হিন্দু পুরোহিতদেরও তো রুটি-রুজির ওটাই পথ। পার্থক্যটা শুধু এখানেই। যাই হোক, প্রসঙ্গ পহেলগাঁও-এ পর্যটদের উপরে জঘন্য আক্রমণ, যা এক কথায় অবিশ্বাস্য। হিন্দু নিধনের পিছনে কি ছিল কোনও উসকানি? "হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই" এ ধরনের স্লোগান যদি বারবার উঠতে থাকে, তবে নানা জাতির এ দেশে বিভাজন যেমন গড়ে উঠবেই, সেই সঙ্গে প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বারবার চেষ্টা হবে ভারতকে বিব্রত করার। গত আগস্টে বাংলাদেশে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং তার পরবর্তীকালে যে ব্যবস্থাপনা চলছে তাতে ভারত বিরোধী বিদ্বেষ এতই প্রকট এবং প্রবল যে বহু সতর্কতার প্রয়োজন আছে, তা না হলে পহেলগামে বা মুর্শিদাবাদ-বিপর্যয় নেমে আসবেই। আর বারে বারে এই ধরনের বিপর্যয়ে বলি হবেন সাধারণ মানুষ কোনও নেতা-মন্ত্রীরা নয়। কেননা তাঁরা তো ওঠা-বসা করেন নিরাপত্তার বলয়ে। মুর্শিদাবাদ বা পহেলগাম দুটোই কিন্তু সীমান্তবর্তী এলাকা। এমনিতেই কাশ্মীর সবসময়ই প্রখর নিরাপত্তার। চাদরে মোড়া থাকে, তবু কেন অসুরক্ষিত ছিল পহেলগাম? জায়গাটা যখন পর্যটনের উপযুক্ত এবং এ খবরও যখন ছিল যে বহু পর্যটক সেখানে গেছেন তৎসত্ত্বেও কী করে জঙ্গিরা সা এভাবে প্রবেশ করে বহু সময় নিয়ে বেছে বেছে গুলি করার সুযোগ পেল। ঘটনার পরপরই যে সমস্ত পর্যটক আহত বা নিহত হননি, তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন, ওখানে কোনও নিরাপত্তারক্ষীরা ছিলেন না, প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্ধারের কাজে হাত লাগান স্থানীয় মানুষরা। এতটা সময় ধরে নিশ্চিন্তে কাজ সেরে জঙ্গিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হল, এ বিষয়ে কি প্রশাসনিক কোনও গাফিলতি ছিল? জম্মু-কাশ্মীর তো এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। ঘটনার দিনই জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরি স্পষ্ট বক্তব্যে বলেছেন, "ইনটেলিজেন্স ভে ফেলিওর" ছাড়া এই ঘটনা ঘটতে পারে না। প্রশ্ন উঠেই যাচ্ছে এখানেও কি কাজ করছে কোনও রাজনৈতিক লাভালাভ?

দু'টি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত অবশ্যই আলাদা। তবে চিত্রনাট্যটা বেশ কাছাকাছি। বঙ্গের ঘটনাতেও প্রশ্ন উঠেছে গোয়েন্দারা কেন অন্ধকারে, কেন তাদের কাছ আগাম খবর ছিল না? কেন নারকীয় ঘটনা ঘটার সময় ৪-৫ ঘণ্টা নিরাপত্তার লোকজনের দেখা মেলেনি। আর এই ঘটনার সূত্র ধরে এসেছে মানবাধিকার কমিশন, দাবি উঠেছে প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং ৩৫৬ ধারা লাগু করার। সেই একই দাবি কি উঠে আসবে পহেলগামের ক্ষেত্রে? ঘটনা ঘটে যাওয়ার এতদিন পরেও দেশের প্রধানমন্ত্রী যাননি সেখানে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যাওয়ার প্রয়োজন কখনওই অনুভব। করেন না, বরং যে সময়ে বিশ্ব পর্যটন করলে ভারতবর্ষের এই ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হবে। সবচাইতে বেদনাদায়ক ঘটনা যে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফ্রান্স-আমরিকা থেকে যুদ্ধ বিমান কেনা হচ্ছে, অথচ আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে নেই সেই সব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, যা দিয়ে প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ করা যায়। যুগটা যে তথ্যের। তথ্য যার ক্ষমতা তার। শুধু তাই নয়, এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নানা পর্যায়ের সুরক্ষা বাহিনী। চার বছরের জন্য নিযুক্ত অগ্নিবীরদের দিয়ে এ কাজ হওয়ার নয়। খবরে এ কথাও উঠে এসেছে আমাদের দেশের বিদেশমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টার মধ্যে নেই যথাযথ সমন্বয়। আর প্রধানমন্ত্রী তো ব্যস্ত থাকেন জঙ্গল সাফারি এবং বিদেশ ভ্রমণে।

তবে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এটাই যে কোনও বিপর্যয়ে বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পাশে দাঁড়ান। মতভেদ যতই থাক, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার যত সুযোগই পান তারা কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে থাকে, যা সাধুবাদযোগ্য। তারা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেননি। বাংলার বিরোধী দলগুলি এই সৌজন্যবোধটা দে গ্রহণ করতে পারেন। কেননা আজ যারা বিরোধী, কাল অ তারাই হয়তো থেকে যাবেন প্রশাসনে।

তবে সব চাইতে আশার জায়গা, গোটা কাশ্মীরবাসী এই আক্রমণে পথে নেমেছেন। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতবাসী হিসেবে তাঁদের দায় ও দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। নিহত-আহত, দেশি-বিদেশি সমস্ত পর্যটকদের জন্য তাঁরা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা অন্য প্রদেশের মানুষরা উগ্র ধর্মান্ধতায় যে সমস্ত কাশ্মীরী অন্য প্রদেশে বাস করছেন তাঁদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছি। একটা প্রশ্ন বার বার উঠে আসছে, অন্তর থেকে হিন্দুরা কি এতটাই সংকীর্ণ? কেন আমরা পারছি না ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছেড়ে, রাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে গিয়ে এ কথাটা পন বলতে "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে... সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে- আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।" বলতে যে আমাদের হবেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মেঘালয়: উমিয়াম লেকে জাতীয় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা, নজর কাড়ল তৃতীয় নর্থ ইস্ট রেগাটা

শিলং, ২৫ মে : মেঘালয়ের উমিয়াম লেকে আজ থেকে শুরু হয়েছে দেশের অন্যতম প্রধান নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা তৃতীয় নর্থ ইস্ট রেগাটা। ছয় দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা চলবে ২৯ মে পর্যন্ত। এতে অংশ নিচ্ছেন দেশের নানা প্রান্তের ৯টি সেলিং ক্লাবের ৭৯ জন প্রতিযোগী, যা মেঘালয়কে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক নৌকাবাইচ মানচিত্রে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

উমিয়াম সেলিং ক্লাব, ইন্ডিয়া ইয়টিং অ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় এবং মেঘালয় পর্যটন দপ্তরের সহায়তায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। রেগাটায় প্রতিযোগিতা হচ্ছে পাঁচটি নৌকার শ্রেণিতে অপটিমিস্ট, আইএলসিএ ৪, আইএলসিএ ৬, ৪২ এবং ২৯ এর।এর মধ্যে ৪২০ এবং ২৯ এর ধরনের দ্বি-নাবিক নৌকা অন্তর্ভুক্ত হওয়া এই অঞ্চলের সেলিং মানে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এই বছরের রেগাটার বিশেষত্ব হচ্ছে যুব অংশগ্রহণ এবং দলের মধ্যে সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব। এতে নতুন প্রতিভাদের সামনে উঠে আসার সুযোগ তৈরি হচ্ছে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে জলক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে তোলার পথে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

উমিয়াম লেকের ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে দর্শকদের জন্য রয়েছে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতার মেলবন্ধন। আয়োজকদের আশা, এই রেগাটা আরও বেশি মানুষকে নৌকাবাইচে আগ্রহী করে তুলবে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে জলক্রীড়াকে জনপ্রিয় করে তুলবে।

এই রেগাটার মাধ্যমে রাজ্য সরকার উমিয়াম লেককে ভারতের একটি জাতীয় জলক্রীড়া এবং অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় সানডে অন সাইকেল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যপাল।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫- এ ব্যাপক অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লী, ২৫ মে।। ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (আইডিওয়াই) আয়োজনের এক মাসেরও কম সময় বাকি থাকায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মন কি বাত-এর ১২২তম পর্বে, সারা বিশ্বের নাগরিকদের জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক আবেদন জানিয়েছেন, যাতে তারা সার্বিক সুস্থতা এবং প্রাণবন্ত জীবনের জন্য যোগকে গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকস্তরেও যোগ দিবসের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, '২১ জুন ২০১৫ থেকে "যোগ দিবস" এর শুরু হবার পর থেকেই এর প্রতি আকর্ষণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে যোগ দিবসের প্রতি উদ্দীপনা ও আগ্রহ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনুরোধ করেছেন যাতে সকলেই অনুষ্ঠানের উদযাপন সম্পর্কে সৃষ্টিশীলভাবে চিন্তাভাবনা করেন। তিনি জানান, যোগা চেন গঠন করা থেকে শুরু করে আইকনিক স্থানগুলোতে যোগ ব্যায়াম করার মাধ্যমে, মানুষ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসটি (আইডিওয়াই) কে একটি গতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছেন। বক্তৃতায়, প্রধানমন্ত্রী অন্ধ্রপ্রদেশের প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রশংসা করেছেন, যেখানে যোগা অন্ধ্র অভিযান রাজ্যে একটি শক্তিশালী যোগ সংস্কৃতি তৈরি করার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে।

এই প্রচারণার লক্ষ্য হল ১০ লাখ নিয়মিত যোগ চর্চাকারীর একটি দল তৈরি করা, যা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরবে যে রাজ্যগুলি কীভাবে স্বাস্থ্য বিপ্লবের অগ্রণী হতে পারে। তিনি এই বছর বিশাখাপত্তনমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নয়নে যোগের উপর গুরুত্ব জোর দিয়ে তা উদযাপনে যোগ দেওয়ার বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

যোগব্যায়ামে কর্পোরেট অংশগ্রহণের প্রশংসা করে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমাদের কর্পোরেটরা এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই।

কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের অফিসে যোগ অনুশীলনের জন্য একটি পৃথক স্থান নির্ধারণ করেছে। কিছু স্টার্টআপ 'অফিস যোগ সময়' চালু করেছে।" তিনি বলেন, এটি একটি ইতিবাচক দিক যে কিভাবে বেসরকারি খাত দেশের স্বাস্থ্যের আন্দোলনে ভূমিকা রেখে চলেছে। যোগ দিবস উদযাপনের এক দশক স্মরণ করতে এবং আইডি ওয়ার্ল যোগা দিবসের ১১ তম সংস্করণকে চিহ্নিত করতে, আয়ুষ মন্ত্রক ১০টি স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

এই উদ্যোগগুলি বিভিন্ন সামাজিক এবং পেশাদার পরিবেশে যোগের বিস্তার এবং প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত হচ্ছে।

তাদের মধ্যে, যোগ সঙ্গম ইতিমধ্যেই ৬,০০০টিরও বেশি সংস্থাকে কর্মসূচি পরিচালনার জন্য নিবন্ধন করেছে, যা দেশের ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম জনগণ-নির্দেশিত স্বাস্থ্যসেবা ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। যুব কেন্দ্রিক যোগা আনপ্লাগড দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, যেখানে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি পরবর্তী প্রজন্মের অনুশীলনকারীদের উৎসাহিত করার জন্য এগিয়ে আসছে। এদিকে, সমযোগএকটি পথ নির্দেশক উদ্যোগ যা প্রমাণভিত্তিক যোগকে মূলধারার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছে। এর মধ্যে রয়েছে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধা, ন্যাচারোপ্যাথি এবং সোয়া রিগা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেমন বলেছেন, "যোগা আপনার জীবনযাপনের উপায় পরিবর্তন করবে।"

নাগরিক, কর্পোরেট, প্রতিষ্ঠান এবং যুবকদের ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্ভাবনী উপায়ে উদযাপন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে যোগ দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। আয়ুষ মন্ত্রক সকলকে এই রূপান্তরকারী উদযাপনের অংশ হতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ২১ জুনের জন্য কাউন্টডাউন চলতে থাকায় বার্তা স্পষ্ট: যোগ শুধু একটি অনুশীলন নয়এটি জাতীয় স্বাস্থ্য, মনের শান্তি এবং বৈশ্বিক কল্যাণের জন্য একটি আন্দোলন।

উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টিতে ধস, বদ্রীনাথ হাইওয়েতে ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট

দেহরাদুন, ২৫ মে : পর্যটন মৌসুম শুরু হতেই প্রবল বর্ষণে উত্তরের রাজ্য উত্তরাখণ্ডে সক্রিয় হয়ে উঠেছে একাধিক ভূমিধস প্রবণ অঞ্চল। এর জেরে বদ্রীনাথ হাইওয়েতে সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘ ছয় কিলোমিটার যানজট। ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়, বিপাকে পড়েছেন তীর্থযাত্রী ও পর্যটকরা। ভূমিধসের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ধারী দেবী মন্দির থেকে খানকরা পর্যন্ত হাইওয়ে অংশে। এই পথটি আলকানন্দা নদীর ধারে অবস্থিত এবং বহু তীর্থক্ষেত্রঋষিকেশ, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, চামোলি, জোশীমঠ এবং বদ্রীনাথকে সংযুক্ত করে।শনিবার বিকেল ৪টা নাগাদ গুগল ট্রাফিকের রিয়েল-টাইম আপডেটে দেখা যায়, জাতীয় সড়ক ৭-এ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি যানজট। দেহরাদুন থেকে প্রাপ্ত ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, একের পর এক গাড়ি, ফোর্স ট্র্যাভেলার, ট্রাক ধীরগতিতে চলছে এবং রাস্তা পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত রয়েছে জেসিবি মেশিন।

ধারী দেবী মন্দিরটি শ্রীনগর (উত্তরাখণ্ড) এবং রুদ্রপ্রয়াগের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। হাইওয়েটি সরাসরি আলকানন্দা নদীর ধারে অবস্থিত হওয়ায় ভূমিধসের ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৭ মে পর্যন্ত পশ্চিম ও পূর্ব রাজস্থানে ধুলিঝড় চলবে এবং হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হাইওয়ে পরিষ্কার ও যান চলাচল স্বাভাবিক করতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

তুরস্ককে সাহায্য নিয়ে শশী থারুরের কেরালা সরকারকে কটাক্ষ, পাল্টা জবাবে সিপিএম নেতা জন ব্রিট্টাস

নয়াদিল্লি, ২৫ মে :২০২৩ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে তুরস্ককে ১০ কোটি টাকার অর্থসাহায্য দেওয়ায় কেরালা সরকারের সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা ও এমপি শশী থারুর। সম্প্রতি কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ অপারেশন সিন্দুর-এর অংশ হিসেবে কার্যরত থারুর সামাজিক মাধ্যম এক্স -এ এক পোস্টে লেখেন, 'আশা করি কেরালা সরকার তাদের ভুল স্থানে প্রদত্ত উদারতা নিয়ে এখন ভাববে, বিশেষ করে তুরস্কের সাম্প্রতিক আচরণের পর!'

তিনি আরও বলেন, 'ওয়েনাডের মানুষদের এই দশ কোটি টাকা অনেক বেশি কাজে লাগত।'

তুরস্ক অতীতে পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে সংঘাতে সমর্থন জানিয়েছিল, সেই প্রেক্ষিতেই এই মন্তব্য করেছেন থারুর।

কেরালার সিপিএম সাংসদ জন ব্রিট্টাস দ্রুত পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, 'শশী থারুরের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে, তবে তার মন্তব্য বেছে বেছে স্মৃতি হারানোর লক্ষণ।'

তিনি আরও লেখেন, 'কেরালাকে আঘাত করা অপ্রয়োজনীয়। থারুর ভালই জানেন, মোদি সরকার নিজেও তুরস্ককে সাহায্য করার জন্য "অপারেশন দোস্ত" চালু করেছিল। তাহলে কেরালার সমালোচনা কেন?'

তুরস্ক পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ানোয় ভারতের জনমানসে ওই দেশের প্রতি ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অনেক ভারতীয় পর্যটক তুরস্ককে ছেড়ে অন্য গন্তব্য বেছে নিচ্ছেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছেবহু ভারতীয় বণিক সংগঠন তুরস্কের পণ্যের বয়কট ঘোষণা করেছে এবং দেশে চলা তুরস্ক-ভিত্তিক সংস্থাগুলির কার্যক্রমও থমকে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে কেরালার সাহায্য নিয়ে বিতর্ক ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতির দ্বন্দ্বের মাঝে মানবিকতার চেয়ে রাজনীতি প্রাধান্য পাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ইউক্রেনের উপর রেকর্ড মাত্রার রুশ হামলা, নিহত ১৩, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ

কিয়েভ, ২৫ মে: রাশিয়া শনিবার রাতভর ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে এক বিধ্বংসী হামলা চালিয়েছে, যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আকাশপথে আক্রমণ বলে মনে করা হচ্ছে। মোট ৩৬৭টি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে এই হামলায়, যার মধ্যে ১৩ জন নিহত হয়েছেন, এদের মধ্যে তিনজন শিশু রয়েছেন ঝাইটোমির শহরে।

ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, তারা ২৬৬টি ড্রোন ও ৪৫টি ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে নামাতে সক্ষম হলেও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কিয়েভ, খারকিভ, মাইকোলাইভ, তের্নোপিল ও খমেলনিতকির শহরগুলিতে এই আক্রমণের ধাক্কা সবচেয়ে বেশি পড়েছে।

কিয়েভে আহত হয়েছেন ১১ জন। খমেলনিতকিতে মারা গেছেন অন্তত ৪ জন। এর আগের দিন শুক্রবার কিয়েভে ড্রোন ও ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলাও চালিয়েছিল রাশিয়া।

দক্ষিণ ইউক্রেনের মাইকোলাইভ শহরে রুশ ড্রোন হামলায় নিহত হয়েছেন ৭৭ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা। আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। স্থানীয় গভর্নরের মতে, একটি আবাসিক ভবনে বিস্ফোরণে বিরাট গর্ত তৈরি হয় এবং আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে ধ্বংসাবশেষ।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এ হামলার পর আমেরিকার প্রতিক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের নীরবতার সমালোচনা করে বলেন, "আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের নীরবতা পুতিনকে আরও উৎসাহ দেয়।"

তিনি আরও বলেন, "রাশিয়ার প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী হামলা নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য যথেষ্ট কারণ। চাপ ছাড়া কিছুই বদলাবে না এবং রাশিয়া ও তার মিত্ররা শুধু আরও সামরিক শক্তি গড়ে তুলবে।"

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ আন্দ্রি ইয়ারমাক বলেন, "যতদিন রাশিয়ার অস্ত্র তৈরি করার ক্ষমতা থাকবে, ততদিন তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।"

অন্যদিকে, রাশিয়া দাবি করেছে যে তারা চার ঘণ্টার মধ্যে ৯৫টি ইউক্রেনীয় ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে, যার মধ্যে ১২টি মস্কোর আশপাশে আটকানো হয়।

এই ভয়াবহ সংঘর্ষের মধ্যেই উভয় পক্ষ ১,০০০ জন করে বন্দী বিনিময়ের একটি চুক্তি সম্পন্ন করেছে। পাশাপাশি ইউক্রেন চলমান সহিংসতা বন্ধে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে, যাতে শান্তি আলোচনা শুরু করা যায়।

'ডার্ক স্টোর'-এর যুগে ভারতের দ্রুত বাণিজ্য বিপ্লব: রাস্তায় নয়, অ্যাপে বাজার

নয়া দিল্লি, ২৫ মে : মুম্বাইয়ের ব্যস্ত রাস্তায় 'ডাবওয়ালা'-রা যুগের পর যুগ ধরে সাইকেল ও পায়ে হেঁটে অফিসে খাবার পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তবে এখন সেই ঐতিহ্যকে নতুন আঙ্গিকে বদলে দিচ্ছে তরুণ উদ্যোক্তাদের তৈরি করা 'কুইক কমার্স' অ্যাপগুলি। শুধুমাত্র খাবার নয়, জামাকাপড় থেকে আইফোন পর্যন্তসবকিছুই পৌঁছে যাচ্ছে কয়েক মিনিটের মধ্যে।

এই নতুন ধারার সঙ্গে আসছে এক নতুন শব্দ'ডার্ক স্টোর', অর্থাৎ এমন গুদামঘর যা জনসাধারণের জন্য খোলা নয়, শুধুমাত্র দ্রুত পণ্য সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মুম্বাইয়ের বিগবাসকেটের এক ডার্ক স্টোরে দেখা যায়, কর্মীরা সেনাবাহিনীর মত শৃঙ্খলা মেনে মাত্র ১০ মিনিটে ডেলিভারি সম্পন্ন করছেন।

অর্ডার এলেই, একজন কর্মী ছুটে যান পণ্যের খোঁজে, প্যাক করে মোটরবাইক রাইডারের হাতে তুলে দেনএই রাইডাররাই যেন আধুনিক যুগের 'ডাবওয়ালা'।

বিগবাসকেট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিপুল পারেখ জানান, আগামী ২-৩ বছরে এই খাতে বছরে ৬০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হতে পারে। 'এত বড় একটি শিল্পে এত দ্রুত পরিবর্তন সত্যিই অভূতপূর্ব,' বলেন তিনি।

২০২০ সালে যেখানে ভারতের কুইক কমার্স খাতের বাজার ছিল মাত্র ১০০ মিলিয়ন ডলার, ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারে। ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৪০ বিলিয়ন ডলার ছুঁতে পারে বলে অনুমান করছে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতে দুই কিলোমিটারের মধ্যে একাধিক ডার্ক স্টোর থাকায় পণ্য সরবরাহ সহজ হয়েছে। এছাড়া দেশে বড় সুপারমার্কেট চেইনের অভাবও এই ব্যবসার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

মুম্বাইয়ের একজন নিয়মিত ব্যবহারকারী, চলচ্চিত্র শিল্পে কর্মরত ৩২ বছর বয়সী রিনিশ রবিদ্র, বলেন, "অ্যাপগুলো আমাকে অলস করে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই সুবিধা ছেড়ে থাকা কঠিন।"

তবে প্রতিযোগিতাও বাড়ছে। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এখন দ্রুত ডেলিভারি পরিষেবায় বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। আগে যারা শহরের বাইরের বড় ওয়্যারহাউস থেকে কাজ করত, তারা এখন শহরের ভিতরেই ডার্ক স্টোর গড়ে তুলছে। তবে শিল্পটি টিকে থাকবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। একাধিক স্টার্ট-আপ ইতিমধ্যেই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। বাজার গবেষণা সংস্থা বার্নস্টেইনের বিশ্লেষক রাহুল মালহোত্রা বলেন, "এই বাজারে ২-৩টি বড় খেলোয়াড় টিকে থাকতে পারবে।"

অন্যদিকে, লক্ষ লক্ষ ছোট দোকান এই প্রবণতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স কনফেডারেশন এই প্ল্যাটফর্মগুলোর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সংগঠনের প্রধান একে 'আধুনিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' বলেও অভিহিত করেছেন।

তবুও আপাতত, গ্রাহকরা অ্যাপেই বিশ্বাস রাখছেন। রিনিশ বলেন, "জিনিসপত্র লাগলে আর দোকানে যাওয়ার কথা ভাবি না। সরাসরি অনলাইনেই অর্ডার করি।"

দিল্লি বিমানবন্দরের ছাউনি ভেঙে পড়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা, আবহাওয়া দপ্তরের লাল সতর্কবার্তা জারি

নয়া দিল্লি, ২৫ মে: রবিবার ভোরে প্রবল বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়ার কারণে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ছাউনির একটি অংশ জলচাপে ফেটে পড়ে এবং ভেঙে পড়ে। এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। কংগ্রেসসহ একাধিক বিরোধী দল মোদি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে কটাক্ষ করেছে।

কেরালা কংগ্রেস একটি ভিডিও শেয়ার করে জানায়, বৃষ্টির কারণে বিমানবন্দরের ছাউনির মাঝখানে জল জমে "বোল"-এর মতো আকৃতি ধারণ করে এবং এক পর্যায়ে চাপে ছাউনি ফেটে পড়ে।

ঘটনার পর দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লিমিটেড এক বিবৃতিতে জানায়, "এটি একটি প্রাকৃতিক নকশাগত প্রতিক্রিয়া। টার্মিনালের বাইরের টেনসাইল ফ্যাব্রিক অংশটি চাপে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে অতিরিক্ত জল ছড়িয়ে দেয়। এতে কোনও কাঠামোগত ক্ষতি বা অন্য কোনও অংশে প্রভাব পড়েনি।"

ডায়াল আরও জানিয়েছে, দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং বিমান পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে।

এদিকে, ভারতের আবহাওয়া দপ্তর আগেই দিল্লি ও সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে ধুলিঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ ও প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে ৬০-১০০ কিমি/ঘণ্টা বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে লাল সতর্কবার্তা জারি করেছিল।উল্লেখ্য, গত বছর জুন মাসেও একই ধরনের একটি ঘটনায় টার্মিনাল ১-এর ছাদ ধসে পড়ায় একজনের মৃত্যু এবং পাঁচজন আহত হন। সেই সময় একাধিক বিমান বাতিল হয় ও পরিষেবা অন্য টার্মিনালে স্থানান্তরিত করা হয়।

এবারের ঘটনার পর আবারও কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে বিরোধীরা দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই ঘটনাকে 'প্রকৌশলগত ব্যর্থতা এবং দুর্নীতির ফল' বলেও মন্তব্য করেছে।

পাকিস্তান ভারতের অস্তিত্বের হুমকি মনে করে, সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীল: মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন

ওয়াশিংটন, ২৫ মে : ভারতকে একটি অস্তিত্বের হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে পাকিস্তান এবং দেশটি তার সামরিক আধুনিকায়ন, বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের পারমাণবিক অস্ত্র বিকাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "পাকিস্তান ভারতকে অস্তিত্বের হুমকি মনে করে এবং ভারতের প্রচলিত সামরিক শক্তির মোকাবিলায় নিজেদের আধুনিকায়ন ও পারমাণবিক অস্ত্র উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।" প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তান তার পারমাণবিক অস্ত্রাগার আধুনিকীকরণ, পারমাণবিক উপাদানের নিরাপত্তা রক্ষা এবং নিউক্লিয়ার কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, "পাকিস্তান প্রায় নিশ্চিতভাবেই বিদেশি সরবরাহকারী ও মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে ডব্লিউএমডি সম্পর্কিত উপকরণ সংগ্রহ করে।"

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তান মূলত চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল। প্রতি বছর চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মি -র সঙ্গে একাধিক যৌথ সামরিক মহড়া চালায় পাকিস্তান, যার মধ্যে একটি নতুন বিমান মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে নভেম্বর ২০২৪-এ।

চীন থেকে ডব্লিউএমডি প্রযুক্তি ও সামগ্রী সংগ্রহের বিষয়েও তথ্য উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। এই প্রযুক্তিগুলো কখনও কখনও হংকং, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত হয়ে স্থানান্তরিত হয়। তবে পাকিস্তানে চীনা কর্মীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চীন-পাকিস্তান সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, "চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর প্রকল্পে নিযুক্ত চীনা কর্মীদের উপর হামলা দুই দেশের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছে। ২০২৪ সালে সাতজন চীনা নাগরিক পাকিস্তানে নিহত হন।"

ইম্ফলে 'মণিপুর' শব্দ অপসারণের প্রতিবাদে উত্তাল জনতা, রাজভবনের দিকে পদযাত্রা করে উত্তেজনা — কো-কোমি-র নেতৃত্বে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু

ইম্ফল, ২৫ মে: 'মণিপুর' শব্দটি এমএসটি বাস থেকে মুছে ফেলার প্রতিবাদে রবিবার ইম্ফল শহরে কয়েক শতাধিক মানুষ জমায়েত হন। রাজভবনের দিকে পদযাত্রা শুরু করলে জনস্টোন স্কুলের নিকট উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল কোঅর্ডিনেটিং কমিটি অন মণিপুর ইন্টেগ্রিটি। প্রতিবাদকারীরা অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রপতি শাসনের অজুহাতে রাজ্যের নাম ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে প্রশাসন। হাতে ব্যানার, মুখে স্লোগান উত্তেজিত জনতা মণিপুরের আত্মপরিচয় রক্ষার দাবিতে সরব হন। কাংলার পশ্চিম গেটের কাছে আন্দোলনকারীদের আটকে দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। ধাক্কাধাক্কির মাঝেই নিরাপত্তা বাহিনী একাধিক রাউন্ড স্মোক বম্ব ছোঁড়ে, তবে বহু মানুষ তবু এলাকায় অবস্থান চালিয়ে যান। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে কো-কোমি-র দেওয়া ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটামের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর। তাঁরা রাজ্যপালকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। সাড়া না মেলায় শুরু হয়েছে সর্বাত্মক গণআন্দোলনের 'চূড়ান্ত পর্যায়'। ২৪ মে তারিখে প্রকাশিত এক প্রেস বিবৃতিতে কো-কোমি জানিয়েছে, এই আন্দোলন শুধুমাত্র প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ থাকবে না। থাকবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, নাগরিক অবাধ্যতা, এবং রাজ্যজুড়ে জনমত গঠন। কো-কোমি-র প্রধান দাবিগুলি: মুখ্যসচিব, ডিজিপি ও সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারের অবিলম্বে পদত্যাগ, রাজ্যজুড়ে ধর্ণা, মশাল মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ, রাজ্যপালের সম্পূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বয়কট, পিআর নিযুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে অসহযোগ, রাজভবন,

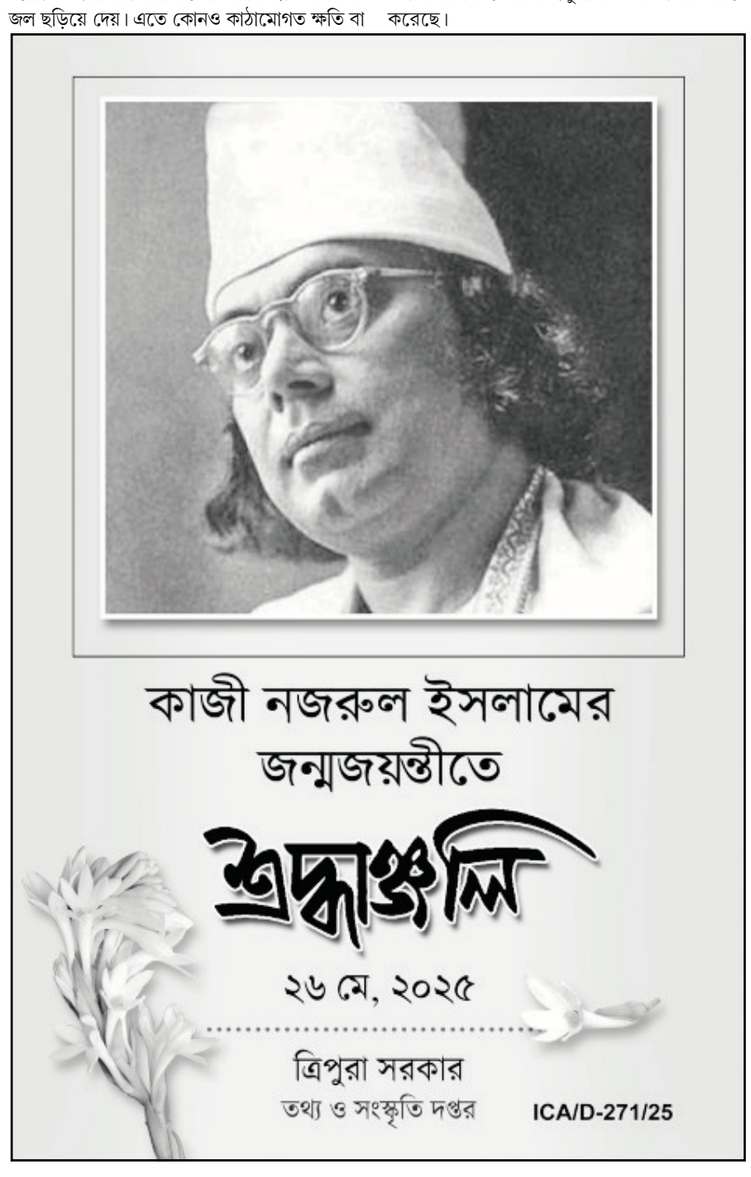

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রতিদিন একটু করে বাদাম খেলে কমতে পারে অ্যালার্জি

কিছু মানুষের বাদামে অ্যালার্জি থাকে। তাঁরা ভুল করে একটু খানি বাদাম খেলেও ভয়ংকর অবস্থা তৈরি হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ-মুখ ফুলে ওঠে, চুলকানি, বমি এমনকি মাঝেমধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হতে পারে মৃত্যুও।

এই অ্যালার্জির পেছনে দায়ী আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, মানে ইমিউন সিস্টেম। এটা হয় কারণ তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভুল করে বাদামের প্রোটিনকে ক্ষতিকর মনে করে এবং ওই প্রোটিনের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করে। তখন দেহে আইজিই (IgE) নামে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এই অ্যান্টিবডি স্বাভাবিকভাবে আমাদের রক্ষা করে, কিন্তু অ্যালার্জির ক্ষেত্রে ওটাই ডেকে আনতে পারে বিপদ।

তবে খুশির খবর হলো, এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বিজ্ঞানীরা একটা দারুণ উপায় বের করেছেন! বড়দের মধ্যে যাদের বাদামের প্রতি অ্যালার্জি আছে, তাঁরা যদি প্রতিদিন একটু একটু করে বাদাম খায়, তাহলে কমতে পারে বাদামের প্রতি অ্যালার্জি। মানে অনেকটা ট্রেনিং দেওয়ার মতো ব্যাপার। একটু খানি বাদাম খেতে থাকলে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বুঝতে শিখবে যে বাদাম শরীরের জন্য খারাপ না। এর বিরুদ্ধে আর লড়াই করার প্রয়োজন নেই।

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের জন্য এই নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। এর নাম ওরাল ইমিউনোথেরাপি। মানে অল্প অল্প করে বাদামের প্রোটিন খাওয়াতে হবে যাতে শরীর ধীরে ধীরে তা সহ্য করতে শেখে। তবে বড়দের ওপর এই পদ্ধতি কাজ করবে কি না, তা এতদিন জানা ছিল না বিজ্ঞানীদের। কিন্তু এবার যুক্তরাজ্যের লন্ডনের কিংস কলেজের গবেষক স্টিফেন টিল ও তাঁর দল একটা পরীক্ষা চালান।

এই গবেষণা করা হয়েছে মাত্র ২১ জনের ওপর। তারমধ্যে আবার ৬ জন শেষ পর্যন্ত গবেষণায় ছিলেন না। ৩ জনের অ্যালার্জির সমস্যা দেখা গেছে। তাঁরা মোট ২১ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর চালান পরীক্ষা। এতে অংশ নেওয়া প্রত্যেকের বাদামে অ্যালার্জি ছিল। পরীক্ষার শুরুর দিকে

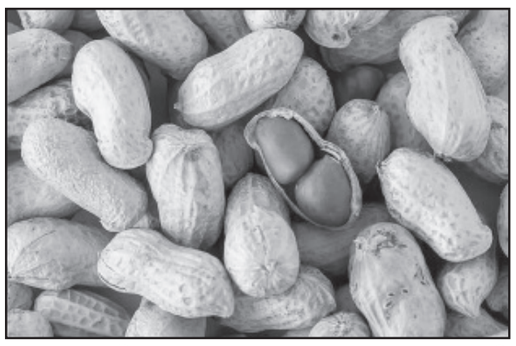

অংশগ্রহণকারীরা একটা বাদামের ৮ ভাগের মাত্র ১ ভাগ খেতে পারতেন। এর চেয়ে বেশি খেলে সহ্য করতে পারতেন না। তবে তাঁদের এত বেশি বাদাম খেতে দেওয়া হতো না। একটা বাদামে যতটা প্রোটিন থাকে, তার ৪০ ভাগের মাত্র ১ ভাগ দেওয়া হতো। তবে ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়ানো হতো। ওষুধের মতো নিয়মিত তাঁরা খুব সামান্য পরিমাণে বাদাম খেতেন। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁরা প্রত্যেকে চারটা বড় চিনাবাদামের সমান প্রোটিন খেয়ে ফেলতে পারছিলেন। এতে তাঁদের কোনো সমস্যাই হয়নি।

যদিও ২১ জনের মধ্যে ৬ জন অংশগ্রহণকারী মাঝপথে থেমে যান। ৩ জন অ্যালার্জির কারণে, আর তিনজন অন্য কোনো কারণে। কিন্তু বাকি ১৫ জনের মধ্যে ১৪ জনই পরে একসঙ্গে পাঁচটা চিনাবাদামের সমান প্রোটিন খেয়ে ফেলেছে অনায়াসে।

রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই থেরাপির ফলে তাঁদের দেহে আইজিজি (IgG) নামে আরেকধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। এই অ্যান্টিবডি আইজিজি অ্যান্টিবডির ক্ষতির প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। মানে নিয়মিত একটু একটু বাদাম খাওয়ার ফলে তাঁদের দেহে অ্যালার্জির জন্য দায়ী অ্যান্টিবডির প্রভাব কমে।

সুইস ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড অ্যাজমা রিসার্চ সেন্টারের গবেষক সেজমি আকদিস বলছেন, 'এই ফলাফল দারুণ আশাব্যঞ্জক। চিনাবাদামের অ্যালার্জি যাদের আছে, তাঁরা যদি প্রতিদিন সামান্য পরিমাণে এটা খেতে পারে, তাহলে ভয় বা দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমে যাবে।'

তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটা এখনও প্রাথমিক গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে। এই পদ্ধতি পুরোপুরি কাজ করে কি না, তা বুঝতে আরও বড় পরিসরে একটা গবেষণা দরকার। পাশাপাশি এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতদিন স্থায়ী হয়, তাও বুঝতে হবে। হয়তো প্রতিদিন একটু খানি বাদাম খেয়েও প্রতিকার পাওয়া যাবে বাদামের অ্যালার্জির। এ যেন কাটা দিয়ে কাটা তোলার মতো ব্যবস্থা। যাদের বাদামে অ্যালার্জি আছে, তাঁদের এখনই বাদাম খাওয়ার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। কারণ, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো যথেষ্ট গবেষণা এখনো হয়নি। তাছাড়া এই গবেষণা করা হয়েছে মাত্র ২১ জনের ওপর। তারমধ্যে আবার ৬ জন শেষ পর্যন্ত গবেষণায় ছিলেন না। ৩ জনের অ্যালার্জির সমস্যা দেখা গেছে। তাই পর্যাপ্ত গবেষণা না হওয়া পর্যন্ত বাদাম থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তবে আশার কথা হলো, যাদের বাদামে অ্যালার্জি আছে, তারাও হয়তো ভবিষ্যতে নিতে পারবে বাদামের স্বাদ!

রক্ত দিয়ে যিনি বাঁচিয়েছেন ২৪ লাখ শিশুর প্রাণ

আহমাদ মুদ্দাসসের

জেমস হ্যারিসনের পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন 'সোনালি বাহুর মানুষ' হিসেবে। কারণ তাঁর রক্তে ছিল একটি বিরল অ্যান্টিবডি। যা অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ২৪ লাখের বেশি শিশুকে সাহায্য করেছে। এটি এমন এক মানুষের গল্প, যিনি আমাদের অনেকের মতোই সুঁই পছন্দ করতেন না। যখনই তিনি রক্তের প্লাজমা দান করতেন, সূচ তাঁর হাতে প্রবেশ করানোর সময় অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতেন।

চিকিৎসাবিদেরা মনে করেন, হ্যারিসন ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম সর্বাধিক রক্তদাতা। তিনি ১ হাজার ১৭৩ বার রক্তদানের জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি সম্ভবত বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্তদাতাদের একজন। কারণ তাঁর প্লাজমার বিরল অ্যান্টিবডি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা একটি ওষুধ (ইনজেকশন) তৈরি করেছেন, যা প্রায় ২৪ লাখ শিশুকে সম্ভাব্য রোগ বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। জেমস ক্রিস্টোফার হ্যারিসন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর। নিউ সাউথ ওয়েলসের ছোট শহর জুনিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা-মায়ের নাম ছিল পেগি ও রেজিনাল্ড। হ্যারিসন তাঁর পারিবারিক পদবি। এক সাক্ষাৎকারে হ্যারিসনের নাতি জ্যারড মেলোশিপ বলেছেন, 'তিনি শুধু কাজটা করে গিয়েছেন, থামেননি। তিনি এটিকে অপরিহার্য মনে করতেন না। তবে তিনি কাজটা করতে চেয়েছিলেন।'

জেমস হ্যারিসনকে মানুষ ভালোবাসত। অস্ট্রেলিয়ার সিডনির যেখানে নিয়মিত রক্ত দিতেন, সেই কেন্দ্র থেকে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে একটি নার্সিং হোমে ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি ঘুমের মধ্যে মারা যান। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। হ্যারিসনের প্লাজমায় বিরল অ্যান্টিবডি অ্যান্টি-ডি ছিল। অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রস 'লাইফব্লাডের' মতে, বিজ্ঞানীরা এটি ব্যবহার করে একটি ওষুধ তৈরি করেছিলেন, যা এমন গর্ভবতী মায়েদের শরীরে প্রয়োগ করা হয়, যাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গর্ভের ভ্রূণের লোহিত রক্তকণিকার ওপর আক্রমণ করতে পারে।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের মতে, অ্যান্টি-ডি এমন সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে, যা সাধারণত ঘটে, যখন গর্ভের শিশুর এবং মায়ের রক্তের ধরন ভিন্ন হয়। এটি বেশি দেখা যায় যদি ভ্রূণের রক্ত 'পজিটিভ' হয় এবং মায়ের রক্ত 'নেগেটিভ' হয়। (এই পজিটিভ ও নেগেটিভ গ্রুপকে রিসাস ফ্যাক্টর বা Rh ফ্যাক্টর বলে)

মায়ের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভ্রূণকে অপরিচিত হিসেবে মনে করলে ভ্রূণ ও নবজাতকের জন্য এটি বিপজ্জনক হতে পারে। মারাত্মক অবস্থা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যাকে বলে হেমোলাইটিক ডিজিজ। এটি রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) ও জন্ডিস সৃষ্টি করতে পারে।

এই সমস্যা তুলনামূলকভাবে বিরল। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক জানিয়েছে, প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মের মধ্যে প্রায় ২৭৬জন শিশুর ক্ষেত্রে এ ধরনের রক্তের অসঙ্গতির কারণে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

তবে চিকিৎসকেরা আগে থেকে নিশ্চিত করতে পারেন না যে এমন রক্তের পার্থক্য (ভ্রূণের রক্ত 'পজিটিভ' হয় এবং মায়ের রক্ত 'নেগেটিভ') গুরুতর সমস্যার কারণ হবে কি না। তাই অস্ট্রেলিয়ায় এই ওষুধটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সব নেগেটিভ অ্যান্টিবডি রক্তের গর্ভবতী মায়েদের শরীরের প্রয়োগের প্রচলন রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ বা প্রতি বছর প্রায় ৪৫ হাজার নারীর এই ওষুধের প্রয়োজন হয়। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে এই হার প্রায় ১৫ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ওয়াল্টার এবং অ্যালাইজা হল ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল রিসার্চের বিজ্ঞানীরা ওষুধটির একটি কৃত্রিম সংস্করণ তৈরির জন্য কাজ করছেন। কৃত্রিম ওষুধকে অনেকেই বলছে 'জেমস ইন আ জার'। মজার এই নামের মানে, জেমস হ্যারিসনের রক্ত জার বা প্যাকেটের মধ্যে নিয়ে আসা। এটি হবে এমন একটি অ্যান্টিবডি, যা ল্যাবে তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। তবে বর্তমানে এই ওষুধ তৈরিতে রক্তাদাতার থেকে রক্ত সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। অ্যান্টি-ডি ইনজেকশন তৈরি করা হয় দান করা প্লাজমা থেকে। লাইফব্লাডের মতে, জেমস হ্যারিসন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ২ কোটি ৭০ লাখ মানুষের মধ্যে মাত্র ২০০ জন বিশেষ রক্তদাতার মধ্যে একজন। লাইফব্লাডের মুখপাত্র জেমা ফ্যালকেনমায়ার বলেছেন, 'মিস্টার হ্যারিসনের ৬৪ বছর ধরে রক্তদান করেছেন। এটি নির্দিষ্ট কোনো বীরত্বপূর্ণ কাজ না। ১৯৫৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি নিয়মিত রক্তদান করেছেন। এটি ধাপে ধাপে ছোট ছোট ভালো কাজের একটি লম্বা যাত্রা।' একটি শিশুকে বাঁচানো ভালো, ২০ লাখ শিশুকে বাঁচানো কল্পনা করাও কঠিন, কিন্তু যদি তারা বলে যে এটি সত্য, তবে আমি খুশি যে আমি এটি করতে পেরেছি। ২০১৮ সালে শেষবার রক্তদানের পর জেমস হ্যারিসন হ্যারিসন মাঝে মধ্যে সেসব মায়েদের সঙ্গে দেখা করতেন, যাদের তিনি সাহায্য করেছিলেন। যদিও সাহায্য পাওয়া মায়েদের বেশিরভাগই ছিল অপরিচিত। তবে তিনি দুজনকে খুব ভালোভাবে চিনতেন। তাঁর মেয়ে ট্রেসি মেলোশিপ মিস্টার হ্যারিসনের প্লাজমা থেকে তৈরি একটি অ্যান্টি-ডি ইনজেকশন পেয়েছিলেন। একই ওষুধ পেয়েছিলেন তাঁর নাতি মেলোশিপের স্ত্রী রেবেকা মেলোশিপ। হ্যারিসনের ৫৮ বছর বয়সী মেয়ে ট্রেসি নিউইয়র্ক টাইমসকে ইমেইলে জানিয়েছেন, 'এটি আমার জন্য বিশেষ কিছু ছিল, আমি বাবার দেওয়া অ্যান্টি-ডি পেয়েছি'।

হ্যারিসনের রক্তদানের বিষয়টির গুরুত্ব শুধু বিরল অ্যান্টিবডিতেই শেষ না, মূল বিষয়টি ছিল রক্তদানের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি। তিনি ১৮ বছর বয়স থেকে ৮১ বছর বয়স পর্যন্ত, প্রায় প্রতি দুই সপ্তাহে একবার করে রক্ত বা প্লাজমা দান করেছেন। ছুটিতেও তিনি রক্ত দেওয়া থামাননি। যখন তিনি ও তাঁর স্ত্রী বারবারা হ্যারিসন ক্যাম্পার ভ্যানে করে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করতেন, তখনও তিনি পথে বিভিন্ন ক্লিনিকে গিয়ে রক্তদান করেছেন। বারবারা নিজেও ছিলেন একজন নিয়মিত রক্তদাতা।

বার্ধক্যও হ্যারিসনকে দমাতে পারেনি। তাঁর বাড়ি থেকে রক্তদান কেন্দ্রে যেতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগত। এ সময় তিনি ট্রেনে যাতায়াত করতেন। কখনোই নির্ধারিত রক্তদান অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করেননি। লাইফব্লাডের মুখপাত্র মিস ফ্যালকেনমায়ার বলেছেন, হ্যারিসন রক্ত সঞ্চালনের সময় তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি গল্প করতে পছন্দ করতেন। আবার নিজের মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর সুযোগও খুঁজতেন। সূচকে ভীষণ ভয় পেতেন বলে জানিয়েছেন তিনি। হ্যারিসন নিজের কাজের গুরুত্ব খুব ভালোভাবে বুঝতেন। ১৪ বছর বয়সে তাঁর ফুসফুসে বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের সময় প্রচুর রক্তের দরকার হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে রক্তদানে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি অন্যদেরও রক্তদানে উৎসাহিত করতেন। তিনি নতুন দাতাদের অভিনন্দন জানাতেন। বলতেন, 'আপনাদের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ'। তবে নিজের রক্তদানের ব্যাপারে কিছুই বলতেন না।

জেমস ক্রিস্টোফার হ্যারিসন জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর। নিউ সাউথ ওয়েলসের ছোট শহর জুনিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা-মায়ের নাম ছিল পেগি ও রেজিনাল্ড। হ্যারিসন তাঁর পারিবারিক পদবি। ফুসফুসের অস্ত্রোপচারে সুস্থ হওয়ার পর কিশোর বয়সেই নিজের ভবিষ্যৎ স্ত্রী বারবারা লিন্ডবেকের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। বারবারা ছিলেন একজন শিক্ষক, যিনি ২০০৫ সালে মারা যান। হ্যারিসন আঞ্চলিক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের একজন কেরানি হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর দানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালে 'মেডেল অব দ্য অর্ডার অব অস্ট্রেলিয়া'য় ভূষিত হন তিনি। ২৪ লাখ শিশুর জীবন রক্ষার বিষয়টি তিনি ভিন্নভাবে দেখতেন। ২০১৮ সালে শেষবার রক্তদানের পর তিনি বলেছিলেন 'একটি শিশুকে বাঁচানো ভালো, ২০ লাখ শিশুকে বাঁচানো কল্পনা করাও কঠিন, কিন্তু যদি তারা বলে যে এটি সত্য, তবে আমি খুশি যে আমি এটি করতে পেরেছি।' হ্যারিসনের ইচ্ছা ছিল রক্তদান চালিয়ে যাওয়ার। সম্ভব হলে আরও বেশি রক্তদান করতে চেয়েছিলেন তিনি। নাতি জ্যারড মেলোশিপ জানিয়েছে, তিনি মনে করতেন, রক্তদান করতে পারলে পৃথিবী সঠিক পথে এগোচ্ছে বলে মনে হবে।

হাসতে হাসতে ব্যায়াম করি

ভোরের আলো সবে ফুটেছে। ঢাকার রমনা পার্কের নির্জনতা ভাঙতে হাজির স্বাস্থ্যসচেতন নানা বয়সী মানুষ। তাঁদের হাঁটা, দৌড় আর দলগত শারীরিক কসরত দেখে মনে হলো, রমনা পার্ক যেন উন্মুক্ত ব্যায়ামাগার। পার্কে ঘুরতে ঘুরতে শতায়ু অঙ্গনের কাছে এসে দেখা গেল বৃত্তাকার দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনকে। একজন কী যেন বলছেন বাকিরা তাই শুনছেন। তাঁদের কাছাকাছি আসতেই এমন এক কাণ্ড শুরু হলো তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সাতসকালে সমস্বরে ছড়া পাঠ শুরু করলেন, আমরা রমনা ঊষা সংঘে/ ভোরবেলা করি ব্যায়াম মনেরই আনন্দে/ আমাদের নেই কোনো ক্লান্তি/ আমরা চাই শুধু শান্তি। এটুকু না হয় মানা যায়। ছড়া পাঠের পরে যে দৃশ্যের অবতারণা হলো তা দেখে আমার তো ভিরমি খাওয়ার জোগাড়! প্রথম দেখলে হয়তো তুমিও ভাবতে মানুষগুলোর হলোটা কী! ঢাকার সব 'পাগল' কি এক জায়গায় জড়ো হলো! কারণ সবাই তখন হা হা, হো হো, হি হি করে হাসছে। সে অট্টহাসি কি সহসাই থামে! একজন বোধ হয় হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়েই পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। এমন হাসির কারণ জিজ্ঞেস করতেই কাজী ফারুক নামের ব্যক্তিটি বলেন, 'আমরা সবাই ঊষা সংঘের সদস্য। এমন হাসাহাসি করি, কারণ হাসলে আমরা সুস্থ থাকি। অনেক ধরনের ব্যায়ামই করি আমরা, কিন্তু হাসি অনেক ব্যায়ামের চেয়েও বড় ব্যায়াম।'

হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখার মোক্ষম দাওয়াই হলো হাসি। সে কথা বললেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক ও কোচ সাইফুল ইসলাম, 'হাসি আপনাকে সুস্থ রাখবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মানসিক অবসাদ, মোটকথা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য হাসির চেয়ে মহৌষধ আর হয় না। ভোরে প্রাণ খুলে হাসলে দিনটা আপনার শুরু হবে আনন্দের মধ্য দিয়ে। দুশ্চিন্তা দূর হবে, কাজে মনোযোগী হতে পারবেন, শরীরের রক্ত সঞ্চালন ভালো হবে। আর এই বিষয়গুলো সামনে রেখেই আমাদের এখানে সবাই আসেন এবং বলতে পারি, এখানকার প্রায় সবাই সুস্থ আছেন।' শুধু রমনা ঊষা সংঘ নয়, রমনা পার্কে ব্যায়াম, হাঁটাহাঁটি, হাসাহাসি করেন এ ধরনের সংগঠন আরও রয়েছে। কিছু নিয়ম মেনে আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগ দিতে পারে রমনা ঊষা সংঘ, শতায়ু অঙ্গন, প্রভাতি, কিছুক্ষণ, উজ্জীবনের মতো রমনা ফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের তালিকাভুক্ত প্রায় ১৫টি সংগঠনের যেকোনো একটিতে। কী সেই নিয়ম? খলিলুর রহমান নামের একজন সদস্য বলেন, 'আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলে নিয়মিত আসতে হবে। আমরা পর্যবেক্ষণ করব ব্যক্তির আচরণসহ নানা বিষয়। এরপর সদস্য হিসেবে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতি দুই বছর পরপর সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন করা হয়।' ভর্তির শর্ত হিসেবে তিনি আরও একটি কথা বলেছিলেন, তা শুনে তোমরা অনেকে মুখ ভার করতে পারো! তিনি বলেছিলেন, বয়স যাদের ১৮ ছোঁয়নি, তারা কিন্তু সদস্য হতে পারবে না! তাহলে ১৮ বছরের নিচে যারা, তারা কি হাসবে না? এ কেমন অবিচার! আমার কথা শুনে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল কোচ সাইফুল ইসলামের মুখে। সে হাসি ঠোঁটের কোণে ধরে রেখেই তিনি বললেন, 'আমাদের এখানে সুযোগ না থাকুক, বাচ্চারা চাইলেই কয়েকজন মিলে একটা দল গঠন করতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় কথা, হাসতে চাইলে তো কোনো নিয়মকানুন মানতে হয় না। ছোটরা বন্ধুদের সঙ্গে এমনিতেও হাসে, যা বড়রা চাইলে পারে না।'

যে ১৫টা সহজ নিয়ম মানলে সুস্থ থাকা যাবে

শরীর ভালো রাখতে আমরা সবাই চাই। অসুখ-বিসুখ হলেই বুঝতে পারি, সুস্থ থাকাটা কত জরুরি। কতগুলো খুব সহজ নিয়ম আছে, যা মানলেই আমরা সুস্থ থাকতে পারি। ১. চিনি কম খাবে। সরাসরি চিনি আছে, এমন খাবার, যেমন মিষ্টি, পায়েস, চকলেট, লজেন্স, বিস্কুট, বোতলের বা প্যাকেটের পানীয় কম খাবে। তোমার রোজকার ক্যালরি যা তুমি গ্রহণ করো, তার ১০ ভাগের বেশি চিনি থেকে আসতে পারবে না। সরাসরি চিনি তোমার দেহে কোলেস্টেরল বাড়াবে, আর দাঁতের ক্ষতি করবে।

২. প্রচুর জল পান করবে। জল খেলে কিডনিতে পাথর হবে না, শরীরের তাপমাত্রা ঠিক থাকবে, কোষ্ঠকাঠিন্য হবে না। আট বছরের বেশি বয়সী শিশুদের রোজ কম পক্ষে দুই লিটার জল পান করা উচিত। ৩. কোমল পানীয়কে 'না' বলো। কোমল পানীয়তে শুধু চিনি বেশি থাকে, তা—ই নয়; এতে থাকে সালফেট, যা হাড়ের জন্য ক্ষতিকর। চিনি আছে, এমন ফলের রসও খাওয়া থেকে বিরত থাকো। রস নয়, ফল খাও। ৪. পেট ভরে খাওয়া, বেশি করে খাওয়া ঠিক নয়। মা—বাবা অনেক সময় ছেলেমেয়েদের বেশি করে খাইয়ে তৃপ্ত হন। এটা ঠিক নয়। বাচ্চারা যতটুকু খেতে পারে, তা---ই তাদের খেতে দেওয়া উচিত। তবে শিশুর ওজন যদি কম থাকে, ডাক্তার বা পুষ্টিবিদ দেখাতে হবে।

৫. খাবার হতে হবে সুষম। এতে শাকসবজি, ফল, দুধ, আমিষ, ডাল, ভাতের মতো খাবার থাকতে হবে।

৬. পর্যাপ্ত ঘুম দরকার। রাতে ঘুমাবে, দিনে জেগে থাকবে। ৬ থেকে ১২ বছরের শিশুদের ৯ থেকে ১২ ঘণ্টা ঘুম দরকার। ১২ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত।

৭. পর্দার সামনে কম সময় থাকতে হবে। টিভি হোক, কম্পিউটার হোক, দিনে দুই ঘণ্টার বেশি নয়।

৮. প্রচুর খেলাধুলা করতে হবে। দিনে কম পক্ষে এক ঘণ্টা ছোটাছুটি হয়, এমন খেলার মধ্যে থাকতে হবে। সাইকেল চালাও, সাঁতার কাটো, স্কিপিং করো; ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিসের মতো খেলায় মাতো। দাঁড়িয়াবাঁধা— গোল্লাছুটের মতো খেলাও উপকারী। এক্কাদোক্কাও তো চলতে পারে।

৯. বসার ভঙ্গি, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি ঠিকঠাক হতে হবে। বসতে হবে মেরুদণ্ড সোজা করে। হাঁটু দুটো থাকবে সমান উচ্চতায়। চিবুক থাকবে মাটির সমান্তরাল। দুই কাঁধ থাকবে একই উচ্চতায়।

১০. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। হাত ধোয়ার নিয়ম মানতে হবে। হাঁচিকাশি দিতে হবে টিসু পেপারে, তারপর তা বিনে ফেলতে হবে। না হলে কনুই ভাঁজ করে নাকেমুখে ধরে সেখানে হাঁচি দিতে হবে। হাতের নখ বড় রাখবে না। ১১. দাঁত মাজতে হবে নিয়মিত রাতে শোয়ার আগে আর সকালে নাশতার পর। দাঁত মাজারও নিয়ম আছে। ঠিকঠাক ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে। দাঁতে সমস্যা হলে ডেন্টিস্টের কাছে যেতে হবে। ১২. তোমার কোনো খাবারে বা জিনিসে বা পরিবেশে অ্যালার্জি থাকতে পারে। এটা শনাক্ত করে ফেলো। কারও বাদামে অ্যালার্জি থাকে, কারও---বা হাঁসের ডিমে, চিংড়ি বা ইলিশ মাছ বা গোরুর মাংসে থাকে অ্যালার্জি। বিড়াল ঘরে থাকলেও কারও অ্যালার্জি হয়। ধুলাবালিতে অনেকেরই অ্যালার্জি থাকে। কারও অ্যালার্জি থাকে ফুলের রেণুতে। তোমার কোনো অ্যালার্জি থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তাঁর কথামতো চলো। ১৩. লবণ কম খাবে। চিপস—জাতীয় খাবার কম খাওয়া ভালো। একজন ডাক্তারকে আমি বলতে শুনেছিলাম, আমরা যদি চিনি আর লবণ কম খাই, পৃথিবী থেকে অর্ধেক অসুখ চলে যাবে। ১৪. লিফট বাদ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা ভালো। দু---তিনতলা পর্যন্ত হেঁটেই ওঠানামা করো। কাছের দূরত্বে রিকশা বা গাড়ি না চড়তে পারলে ভালো। ১৫. নিয়ম করে ডাক্তার দেখানো ভালো। ডাক্তারের পরামর্শমতো চলতে হবে। তোমার মা—বাবা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে কত দিন পরপর তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে, তা ঠিক করবেন। তোমার ওজন ঠিক আছে কি না, চোখে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, দাঁতে কোনো সমস্যা আছে কি নাএসব বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

কবিতায়, অতর্কিত হানা

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কবিতার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা এক অতি চিরাচরিত প্রথা। কবিতার মাধ্যমে মনের সব গ্লানি একবাক্যে সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়, আসে এক সিদ্ধতা। 'প্রেরণার অতর্কিত হানা' কবিতায় কবি কৌস্তভ গুপ্ত দেখিয়েছেন, 'শহর পেরিয়ে ভালোবাসা পাড়ি জমিয়েছে গাঁয়ে। আলতা রাঙা পা, সবুজ ঘাসের উপর হেঁটে গেলে, ভিজে মাটির উপস্থিতি লেগে থাকে লুটানো শাড়ির আঁচলে'। 'উপহার' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, 'গ্রীষ্মের দাবদাহে মন ভালো করা একগুচ্ছ গোলাপ হাতে পারতে না আসতে'? 'না বলা প্রতিবেদন' কবিতায় কবি লিখেছেন, 'সিগারেট শেষে কাউন্টারের ধোঁয়া পুড়ছে কতক ফালতু অনুভূতি, মাথার মধ্যে কিলবিল যত স্মৃতির বিষাদ পথে হয়েছে অগ্রগতি'। 'সমাধি' কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, 'শ্রাবণের এক সন্ধ্যায় সেদিন মেঘ অপেক্ষায় ছিল, অপেক্ষায় ছিল তার মাঝে জমে থাকা বাষ্প'। 'বৈশাখী ঝড়' কবিতায় কবি লিখেছেন, 'হঠাৎ এক বৈশাখী ঝড়ে-আমার অনেকটা কাছে তুমি এলে, মনে আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়ে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী আমি'।

এছাড়াও কবির 'কৃষ্ণচূড়ার ডাকে', 'ছাতা', 'আবার একটা প্রেম করব', 'সাক্ষাৎ', 'ঝড়ের পরে', 'বরাত', 'ভালোবাসা আছে বেঁচে' কবিতাগুলি বিশেষ তাৎপর্যবহনকারী।

প্রকাশনী-অভিনব
মন পাবলিকেশন
মূল্য- ১৯০ টাকা

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কেরালা উপকূলে এমএসসি এলসা ৩ জাহাজ ডুবে গেল, উদ্ধার তিন নাবিক; পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ মে: কেরালা উপকূলে ভয়াবহ ঘটনালিবেরিয়ান পতাকাবাহী পণ্যবাহী জাহাজ এমএসসি এলসা ৩ ডুবে গেল। জাহাজটি অতিরিক্ত হেলে পড়ায় বেশ কয়েকটি কন্টেনার সাগরে পড়ে যায়, যার ফলে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ঘটনার সময় জাহাজটিতে থাকা ২৪ জন নাবিকের মধ্যে ২১ জনকে আগেই উদ্ধার করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে একজন রাশিয়ান, ২০ জন ফিলিপাইনি, দুইজন ইউক্রেনীয় এবং একজন জর্জিয়ান ছিলেন। বাকি তিনজন নাবিক, কোম্পানির নির্দেশে জাহাজেই অবস্থান করছিলেন, যাদের ভারতীয় নৌবাহিনীর আইএনএস সুজাতা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই উদ্ধার করে।

কোস্ট গার্ডের পশ্চিমাঞ্চলের ইন্সপেক্টর জেনারেল ভীষ্ম শর্মা জানান, এমএসসি এলসা ৩ জাহাজটি ২৬ ডিগ্রি হেলে পড়েছিল এবং মনে করা হয়েছিল এটি স্থিতিশীল হবে, কিন্তু পানির অনুপ্রবেশে তা ধীরে ধীরে ডুবে যায়। তিনি বলেন, জাহাজ থেকে ভাসমান কন্টেনারগুলি অন্যান্য জাহাজের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে এবং তা তীরে ভেসে আসতেও পারে।

কেরালার মুখ্য সচিব একটি জরুরি বৈঠক ডেকেছেন এই বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে। কোস্ট গার্ড ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনকে সতর্কবার্তা দিয়েছে।

এমএসসি এলসা ৩ শুক্রবার ভিঝিনজাম বন্দর থেকে ছেড়ে কোচি বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। এতে ৬৪০টি কন্টেনার ছিল, যার মধ্যে ১৩টি ছিল বিপজ্জনক কার্গো, এবং ১২টি কন্টেনারে ক্যালসিয়াম কার্বাইড ছিল। এছাড়া, জাহাজটির ট্যাঙ্কে ৮৪.৪৪ মেট্রিক টন ডিজেল ছিল বলে জানানো হয়েছে।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, কেরালার উপকূল সংবেদনশীল জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এবং একটি বড় পর্যটন কেন্দ্র, সুতরাং পরিবেশ বিপর্যয় এড়াতে তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। তেল ছড়িয়ে পড়ার কোনও খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে উপকূল বরাবর তেল জমে থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

তেল দূষণ ও কার্গো ভেসে আসার সম্ভাবনা মাথায় রেখে, কেরালা স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি জনগণকে সতর্ক করে বলেছে, তীরের ধারে ভেসে আসা কোনও কন্টেনার বা তেল স্পর্শ না করতে। কেউ এগুলি দেখতে পেলে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, আইএনএস সুজাতা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করে এবং এখন ডুবে যাওয়া জাহাজের আশপাশেই অবস্থান করছে, যেখানে লিবেরিয়ান কোম্পানির আরও একটি জাহাজ সহায়তার জন্য পৌঁছেছে।এছাড়া, ডুবে যাওয়া জাহাজটিকে টেনে তোলা সম্ভব কিনা, সেই বিষয়ে একটি মূল্যায়ন চলছে, বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, দূষণ মোকাবেলার জন্য তারা উচ্চ পর্যায়ে প্রস্তুত এবং রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ে সম্ভাব্য সব পরিস্থিতির জন্য কাজ করছে। ইতিমধ্যেই তেল ছড়ানোর মানচিত্র নির্ধারণে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন বিমান পাঠানো হয়েছে।

বড় ছেলেকে দল ও পরিবার থেকে বহিষ্কার করলেন লালু প্রসাদ যাদব, তেজ প্রতাপের দাবি "ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে"

পাটনা, ২৬ মে: আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব রবিবার তার বড় ছেলে তেজ প্রতাপ যাদবকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করেছেন এবং একইসঙ্গে তাকে পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন করেছেন।

এই ঘটনাটি সামনে আসে যখন তেজ প্রতাপ যাদব তার ফেসবুক পেজে একটি নারীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন, যেখানে ওই মহিলাকে তার 'পার্টনার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

লালু যাদব এক্স-এ লেখেন, "জ্যেষ্ঠ পুত্রের কার্যকলাপ, জনসমক্ষে আচরণ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহার আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সে কারণে আমি তাকে দল ও পরিবার থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। আজ থেকে তার কোনও ভূমিকাই থাকবে নাদলেও নয়, পরিবারেও নয়। তাকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হল।"

তিনি আরও লেখেন, "তার ব্যক্তিগত জীবনের ভাল-মন্দ, গুণ-অগুণ বোঝার ক্ষমতা রয়েছে। যারা তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, তারা নিজে সিদ্ধান্ত নিক। আমি সবসময়েই জনজীবনে শালীনতা বজায় রাখার পক্ষে থেকেছি, এবং পরিবারের অনুগত সদস্যরা তা পালন করেছেন।"

তবে প্রাক্তন বিহার মন্ত্রী তেজ প্রতাপ যাদব দাবি করেন, তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে এবং যে পোস্ট ভাইরাল হয়েছে তা পরিকল্পিতভাবে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে "বদনাম ও হয়রানি" করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া সেই পোস্টে লেখা ছিল, তিনি এক নারী অনুষ্কা যাদবের সঙ্গে ১২ বছরের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন। পোস্টটিতে তাঁদের একটি ছবি ছিল, যা পরে মুছে ফেলা হয়। এই পোস্টকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে কারণ তেজ প্রতাপ ২০১৮ সালে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দরোগা রাই-এর নাতনি ঐশ্বর্য্যা রাই-কে বিয়ে করেছিলেন। তবে সেই বিবাহ শেষ পর্যন্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, কারণ ঐশ্বর্য্যা অভিযোগ করেছিলেন, তেজ প্রতাপ ও তাঁর পরিবারের তরফ থেকে তাঁর প্রতি অমানবিক আচরণ করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় এক্স-এ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তেজ প্রতাপ লেখেন, "আমার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হ্যাক করা হয়েছে এবং আমার ছবিগুলি বিকৃতভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। এই ধরণের গুজবে কান দেবেন না। দয়া করে সতর্ক থাকুন।"

মিজোরামে মাছ চাষের সম্ভাবনা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পরিদর্শন করলেন মৎস্য প্রকল্প

আইজল, ২৪ মে: কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান ২৪ মে মিজোরামে এক সরকারি সফরে এসে রাজ্যের মৎস্য খাতকে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেন এবং মাছচাষীদের জন্য কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।

তিনি লেনগপুই-এর লালডেংগা ফিশারিজ ডেমোনস্ট্রেশন ফার্মে উত্তর-পূর্ব পরিষদ (ঞ্চক্কঞ্চ)-এর অধীনে প্রস্তাবিত মাছ চাষীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-এর স্থান পরিদর্শন করেন এবং বেসরকারি মাছচাষ পুকুরগুলো ঘুরে দেখেন।

এ সময় বিভাগের কর্মকর্তারা রাজ্যের মাছচাষীদের সমস্যাগুলি মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন এবং মামিত জেলার জাওলনুয়ামে একটি ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক স্থাপনের প্রস্তাব সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অনুমোদন চান।

উত্তরে, মন্ত্রী কমিনিশিয়ান ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন এফএফপিও প্রকল্পের অধীনে ক্কড়ঙ্কস্ত্র ওন্থদ্রষ্ঠ—এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন, যা মাছচাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। তিনি জানান, স্থানীয়ভাবে মাছের খাবার উৎপাদনের জন্য স্টার্টআপ উদ্যোগ গড়ে তোলা উচিত এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র থেকে আধিকারিকদের পাঠানো হবে। তিনি জানান, মিজোরামে ২৪,০০০ হেক্টরের মধ্যে ২৬.৫ শতাংশ জমি অ্যাকোয়াকালচারের জন্য উপযোগী যা রাজ্যটির মৎস্য খাতে বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।

পরে আইজলে তিনি খাটলায় অবস্থিত অর্নামেন্টাল ফিশ রিয়ারিং ইউনিটস পরিদর্শন করেন, যেগুলিকে প্রধানমন্ত্রী মৎস সম্পদ যোজনা-র অধীনে সেলস আউটলেট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল টেকসই মাছ চাষ প্রক্রিয়া এবং মূল্য সংযোজন চেন তৈরি করে মৎস্য খাতকে আধুনিকীকরণ।মন্ত্রী কুরিয়ানকে আইজল বিমানবন্দরে মিজোরাম ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনআন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। তিনি আজ রাতে ফল্কল্যান্ড-এর এলপিএস অ্যারেনায় অনুষ্ঠিতব্য প্রো ভলিবল লীগ-এ অংশগ্রহণ করবেন। এরপর আগামী ২৫ মে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।

নামচিতে মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করল বিজেপি সিক্কিম

নামচি, ২৫ মে: নামচি জেলায় মাদক সমস্যা রুখতে পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার জন্য সিক্কিম বিজেপি পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করেছে।

বিজেপি সিক্কিম জানায়, মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ এবং মাদক চক্র ভেঙে দেওয়ার জন্য পুলিশ যে সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

পুলিশ প্রশাসন শুধুমাত্র আইন প্রয়োগেই নয়, সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি এবং ধারাবাহিক অভিযানের মাধ্যমে নামচি জেলা থেকে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই প্রচেষ্টার জন্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

বিজেপি সিক্কিম এই প্রচেষ্টাকে সমাজের পক্ষে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং পুলিশের চলমান উদ্যোগকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে। দলটি বলেছে, এই ধরনের উদাহরণ অন্য জেলাগুলোকেও মাদকবিরোধী লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করবে।

দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, "নামচি এবং সমগ্র সিক্কিমের মানুষের সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে, তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। আমরা আশা করি, এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আগামী দিনে আরও সুস্থ ও নিরাপদ সিক্কিম গড়ে তুলবে।"

বিজেপি সিক্কিম পুলিশ বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের মানবিক ও সেবামূলক দায়িত্ব পালনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে।

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী স্টার্টআপ প্রবৃদ্ধি তুলে ধরলেন, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের অনুমোদনের দাবি জানালেন

নতুন দিল্লি, ২৫ মে : নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের ১০ম গভার্নিং কাউন্সিল মিটিং-এ নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও রাজ্যের স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

তিনি জানান, "ঋদ্বন্থষ্ঠ ক্ষস্তুন্থখ্ণ্ঠ২০৪৭-এর ভিশনে নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যের আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতিফলন থাকা উচিত।" আত্মনির্ভরতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

রিও ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজনের জন্য এবং বলেন যে নাগাল্যান্ড দ্রুত অগ্রসর হতে প্রস্তুত, যদি কেন্দ্রীয় সরকার সময়মতো সমর্থন ও প্রয়োজনীয় নমনীয় কাঠামো প্রদান করে।

তিনি জানান, রাজ্যের স্টার্টআপ নীতি ২০১৯ অনুযায়ী নাগাল্যান্ড ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে যা জাতীয় স্টার্টআপ ইন্ডিয়া মিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রিও বলেন, "নাগাল্যান্ডে পাঁচটি স্টার্টআপ ইনকিউবেটর এবং প্রতিটি জেলায় উদ্যোগ বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে পরামর্শ, পরিকাঠামো এবং দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।"

একটি বড় উদ্যোগ হিসাবে তিনি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রীর মাইক্রো ফিনান্স ইনিশিয়েটিভ (সিএমএমএফআই) ২.০ — যা ক্ষুদ্র ব্যবসা ও নতুন উদ্যোক্তাদের পুঁজির অ্যাক্সেস সহজ করতে শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, "সিএমএমএফআই ২.০ প্রকল্পে ৩০ শতাংশ ব্যাক-এন্ডেড ভর্তুকি, ডিপিআর প্রস্তুতি সহ স্বাবলম্বন সংযোগ কেন্দ্র এবং ক্রেডিট ফ্যাসিলিটেশন আউটরিচ ইউনিটস-এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।"

উদ্ভাবন ব্যবস্থাকে মজবুত করতে, নাগাল্যান্ড সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে ইন্টিগ্রেটেড বিজনেস হাব অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার, যা একটি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করছে স্টার্টআপ, ইনকিউবেশন ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য।

তবে মুখ্যমন্ত্রী কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কেন্দ্রীয় অনুমোদনের অভাবের কথা তুলে ধরেন, যার মধ্যে রয়েছে: ফুথিল রোড , কিহিমায় সিয়েথু বিমানবন্দর, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, নতুন হাইকোর্ট কমপ্লেক্স, কোহিমা, নাগাল্যান্ড ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ।

তিনি শেষ করেন এই বলে: "ঋদ্বন্থষ্ঠ ক্ষস্তুন্থখ্ণ্ঠ২০৪৭-এর ভিশনে উত্তর—পূর্বের রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। সময়োপযোগী সহায়তা ও নমনীয় কাঠামোর মাধ্যমে আমরা আত্মনির্ভরতার পথে অগ্রসর হতে প্রস্তুত। গুঞ্জেজ্জগ্থাদ্রক্ক ভারত সরকারকে এই সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।"

সিক্কিমের ৫০তম রাজ্যত্ব দিবসে পাকিয়ং জেলার কর্মচারীদের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় উজ্জ্বল পারফরম্যান্স

পাকিয়ং,২৫ মে: সিক্কিমের ৫০তম রাজ্যত্ব দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে পাকিয়ং জেলায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল একটি আকর্ষণীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা, যেখানে সরকারি কর্মচারী এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ দেখা যায়।

পাকিয়ং জেলা জিল্লা পঞ্চায়েত এবং ডিসট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে পাকিয়ং ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়িজ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয় মাল্টি-পারপাস কমিউনিটি হল, পাকিয়ং-এ। প্রতিযোগিতাটিকে সমর্থন জানায় ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ পাকিয়ং।

এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সরকারি কর্মচারী ও জিল্লা পঞ্চায়েত সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ছিল মিক্সড ডাবলস, ওপেন মেন্স ডাবলস, এবং ৪০ ও ৫০ বছর উর্ধ্বে খেলোয়াড়দের জন্য পৃথক মেন্স ডাবলস বিভাগ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এল.বি. দাস, যিনি সম্মানিত বিধায়ক এবং ভূমি রাজস্ব, তথ্য ও জনসংযোগ , এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্বে রয়েছেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিলা আধক্ষ্যা লাডেন লম্মু ভুটিয়া, জিলা উপ-আধক্ষ্যা প্রভা প্রধান, এবং জেলা কালেক্টর আগওয়ানে রোহন রমেশ।

পাকিয়ং জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত পঞ্চায়েত সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন।

খেলোয়াড়দের মধ্যে চমৎকার কৌশল এবং দলগত সমন্বয় দেখা যায়। বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন প্রধান অতিথি, যা অনুষ্ঠানের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে তোলে।

এক বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে, বিধায়ক এল.বি. দাস একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন, যা দর্শক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে

ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা- ২০২৫ এর রেসাল্ট সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশান এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, ২৭শে মে, ২০২৫ বিকাল ৪ টায় ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা ২০২৫ এর রেসাল্ট বোর্ডের ওয়েবসাইট (https://tbjee.nic.in) এ জানানো হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে https://jeeonline.tripura.gov.in সাইট এ নিজ নিজ Registration ID - তে লগ ইন করে নিজের রেসাল্ট এবং আনুষঙ্গিক তথ্য দেখার জন্যে এই মর্মে জানানো যাইতেছে।

ICA/D-272/25

Suradip Pantesis
চেয়ারম্যান
ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশান
রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

ওড়িশার পুরী থেকে ২৯ মে শুরু হচ্ছে 'বিকসিত কৃষি সংকল্প অভিযান'

পুরী, ২৫ মে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন যে, এই মাসের ২৯ তারিখ থেকে 'বিকসিত কৃষি সংকল্প অভিযান'-এর সূচনা ওড়িশার পুরী থেকে হবে।

এই রাষ্ট্রীয় স্তরের অভিযানে দেশের ৭০০টি জেলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের একটি দল প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবে।

নতুন দিল্লিতে সারা দেশ থেকে আগত কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী চৌহান জানান, এই অভিযানে ৭৩১টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের ১১৩টি প্রতিষ্ঠান, রাজ্যস্তরের কৃষি, উদ্যানপালন, পশুপালন ও মৎস্যচারণ বিভাগের আধিকারিকরা এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী কৃষকরাও অংশ নেবেন।তিনি বলেন, "স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার সরকার সরাসরি দেশের কৃষকদের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে।"এই রাষ্ট্রীয় অভিযান দেশের প্রায় দেড় কোটি কৃষকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নাগাল্যান্ডে সংরক্ষণ নীতি পুনর্বিবেচনা নিয়ে সরকারের নীরবতায় পাঁচটি জনজাতির প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা

চুমৌকেদিমা, ২৫ মে : সংরক্ষণ নীতি পুনর্বিবেচনার বিষয়ে নাগাল্যান্ড সরকারের নীরবতাকে কেন্দ্র করে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ঘোষণা দিয়েছে পাঁচটি জনজাতির কমিটি।

'ফাইভ ট্রাইবস কমিটি অন রিভিউ অফ রিজার্ভেশন পলিসি' এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা ধাপে ধাপে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে। এই কমিটিতে আছেন আঙ্গামি পাবলিক অর্গানাইজেশন, আও সেনডেন, লোথা হোহো, রেংমা হোহো এবং সুমি হোহোর প্রতিনিধিরা।

তবে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছে সরকারের দ্বারা স্বীকৃত ব্যাকওয়ার্ড ট্রাইবস -দের প্রতিনিধিত্বকারী ছাত্র সংগঠনগুলো। তাদের দাবি, বর্তমানে প্রচলিত সংরক্ষণ নীতি যেকোনওভাবে শিথিল করা হলে প্রান্তিক জনজাতিদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

পাঁচটি জনজাতির এই কমিটি গত বছরের ২০শে সেপ্টেম্বর সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেয় যাতে সংরক্ষণ নীতি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনও উত্তর না আসায় তারা গত ২৬শে এপ্রিল একটি আল্টিমেটাম জারি করে, যার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৬শে মে।

শনিবার চুমৌকেদিমায় পাঁচটি শীর্ষ জনজাতীয় সংগঠন এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে পরামর্শ সভা শেষে কমিটি সরকারের নীরবতার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিটির সম্পাদক জি.কে. ঝিমোমি জানান, তাদের মূল দাবি হলো সংরক্ষণ নীতি সম্পূর্ণ বাতিল করা অথবা অবশিষ্ট অরিজার্ভড কোটাগুলি পাঁচটি জনজাতিকে বরাদ্দ দেওয়া।

তিনি বলেন, তারা কোনও জনজাতিকে সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার বিরোধিতা করছেন না, তবে ৪৮ বছর ধরে চলা এই নীতির এখন পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।

ঝিমোমি আরও জানান, ১৯৮৭ সালে সরকার সংরক্ষণ নীতির পুনর্বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয় এবং ১৯৮৯ সালে একটি নির্দেশ জারি করে বলা হয় যে এই নীতি "পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত" কার্যকর থাকবে, যা আজও বলবৎ রয়েছে।

অন্যদিকে, চাকহেসাং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, জেলিয়াং স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবং পোচুরি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন যেগুলো সরকার স্বীকৃত ব্যাকওয়ার্ড ট্রাইবস -দের প্রতিনিধিত্ব করে তারা যৌথ বিবৃতিতে ৫ জনজাতির কমিটির স্মারকলিপির তীব্র বিরোধিতা করেছে।

তারা বলেছে, "সংরক্ষণ নীতি আমাদের সম্প্রদায়গুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এর যেকোনও শিথিলকরণ আমাদের জন্য ক্ষতিকর হবে।"

অসমের মোরিগাঁওয়ে কুখ্যাত এটিএম জালিয়াত গ্রেফতার, উদ্ধার ২৪টি এটিএম কার্ড ও নগদ ২৮,৪০০

মোরিগাঁও, ২৫ মে : অসমের মোরিগাঁও জেলার মইরাবাড়ি থানার অধীনে এক যৌথ অভিযান চালিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করল কুখ্যাত এটিএম জালিয়াত মুস্ত. কুলসুমা বেগমকে। অভিযানে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৪টি ভুয়ো এটিএম কার্ড ও ২৮,৪০০ নগদ টাকা।

৩৭ বছর বয়সী কুলসুমা বেগমের বাড়ি তাতিকোটা পাথার (ওয়ার্ড নং ২)-এ, যা মইরাবাড়ি থানার আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত। পুলিশের সন্দেহ, এই এটিএম কার্ডগুলো তিনি সাধারণ মানুষের অজান্তে জালিয়াতির মাধ্যমে আদান-প্রদান করে জালিয়াতি চালাতেন।

এই তল্লাশি অভিযান ছিল আর্থিক প্রতারণার বিরুদ্ধে চলা একটি চলমান অভিযানের অংশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কুলসুমা বেগম দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকায় এটিএম কার্ড চুরি ও প্রতারণামূলক কার্যকলাপে জড়িত।

পুলিশ জনগণকে এটিএম ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে এবং কোনও ধরনের সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় থানায় জানানোর আহ্বান জানিয়েছে।

মোরিগাঁও জেলা পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "এ ধরনের প্রতারণা রুখতে জনগণের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। আমরা সক্রিয়ভাবে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি এবং এ ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

খেলো ইন্ডিয়া বিচ গেমসে শীর্ষে মণিপুর, ইতিহাস গড়ল নাগাল্যান্ড

নয়াদিল্লি , ২৫ মে : দিউ-তে অনুষ্ঠিত প্রথম খেলো ইন্ডিয়া বিচ গেমস ২০২৫-এ মণিপুর সামগ্রিক চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উঠে এসেছে, আর নাগাল্যান্ড তাদের ক্রীড়া ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তৃতীয় স্থান অর্জন করে নজির গড়েছে।

১৯ থেকে ২৪ মে পর্যন্ত দিউ-তে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় দেশজুড়ে ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮০০-র বেশি ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেন। মোট ৬টি ইভেন্টে পদকের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় পেনচাক সিলাট, সেপাক টাকরাও, বিচ সকার, ভলিবল, ওপেন সি সাঁতার এবং কাবাডি। এছাড়াও মল্লখম্ব এবং টাগ-অফ-ওয়ার প্রদর্শনী খেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খেলো ইন্ডিয়া বিচ গেমসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী মানসুখ মাণ্ডব্য মণিপুর ও নাগাল্যান্ডকে তাদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, 'দিউ সবসময়ই আমার হৃদয়ের কাছাকাছি। আমি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ-কে এই ঐতিহাসিক আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।'

তিনি আরও বলেন, 'মণিপুর অসাধারণ সাহস ও দক্ষতা দেখিয়েছে, বিশেষ করে পেনচাক সিলাট-এ। নাগাল্যান্ড তাদের প্রথম শীর্ষ তিনে উঠে এসে বড় মাইলফলক অর্জন করেছে। এটি প্রমাণ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিভা কতটা সম্ভাবনাময়।'

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী রাখশা নিখিল খাড়সে।

তিনি বলেন, 'খেলো ইন্ডিয়া বিচ গেমস ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। আমাদের তরুণ ক্রীড়াবিদরা দিউ-এর সৈকতকে আলোয় আলোকিত করেছে।'

তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্রীড়া ভূমিকা নিয়ে বলেন, 'মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অসম দেখিয়ে দিয়েছে যে এই অঞ্চল প্রতিভায় ভরপুর। সরকার এই প্রতিভাকে উপযুক্ত সহায়তা ও পরিকাঠামোর মাধ্যমে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর।'

খেলো ইন্ডিয়া বিচ গেমস ভারতের গ্রামীণ ও তৃণমূল ক্রীড়া সংস্কৃতির

এনডিএ মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'অপারেশন সিন্দুর', জাতিভিত্তিক শুমারি ও সুশাসন এজেন্ডায়

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীদের দিনব্যাপী বৈঠক আজ দিল্লির অশোক হোটেলে শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা-সহ কেন্দ্রের শীর্ষ নেতৃত্ব।

সর্বমোট প্রায় ২০ জন মুখ্যমন্ত্রী ও ১৮ জন উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও।

বৈঠকে আলোচনার মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ''অপারেশন সিন্দুর'', আসন্ন জাতিভিত্তিক জনগণনা, মোদী সরকারের তৃতীয় মেয়াদের প্রথম বর্ষপূর্তি, এবং এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলির সুশাসনমূলক উদ্ভাবন।

মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং শিবসেনা নেতা একনাথ শিন্ডে এই বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে 'অপারেশন সিন্দুর'-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "এনডিএ প্রমাণ করেছে, যারা ভারতের সঙ্গে সংঘাতে আসে, তারা ধ্বংস হয় — এটা এখন শুধু বক্তব্য নয়, বাস্তবতা।"

তিনি আরও বলেন, অপারেশন সিন্দুর সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও গর্বের সঞ্চার করেছে। "আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতা এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বকে স্যালুট জানাই।"

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "শুধু রক্ত নয়, প্রধানমন্ত্রীর শরীরে গরম সিঁদুর বইছে ১৪০ কোটির মানুষ আপনার সাহসিকতা ও দেশপ্রেমে গর্বিত।"

বিজেপি নেতা বিনয় সহস্রবুদ্ধে জানিয়েছেন,'বৈঠকে সেনাবাহিনী ও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। একইসঙ্গে আসন্ন শুমারিতে জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্তেরও প্রশংসা জানানো হবে।"

বৈঠকের একটি বড় অংশে এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলির সেরা সুশাসনের মডেলগুলি উপস্থাপিত হবে। প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রী নিজ নিজ রাজ্যের সাফল্য ভাগ করে নেবেন।

এছাড়াও আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে: মোদী ৩.০ সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি, আসন্ন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (১০ম বর্ষ) এবং ইমারজেন্সির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি।

এই বৈঠকের মাধ্যমে এনডিএ সরকার আগামী দিনের রূপরেখা নির্ধারণে আরও একবার ঐক্যবদ্ধ মনোভাব তুলে ধরার বার্তা দিল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অপারেশন সিন্দুর: সন্ত্রাসবাদবিরোধী কূটনৈতিক প্রচারে বিশ্ব সফরে সর্বদলীয় ভারতীয় প্রতিনিধি দল

নয়াদিল্লি, ২৫ মে: হেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পর 'অপারেশন সিন্দুর'-এর মাধ্যমে সীমান্তপারে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে সুনির্দিষ্ট ও সুষম প্রতিক্রিয়া জানানোর পর, ভারতের বার্তা আন্তর্জাতিক মহলে পৌঁছাতে একাধিক সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক সফরে বেরিয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানো প্রতিনিধি দল নিউ ইয়র্কে ভারতীয় কনস্যুলেটে আলোচনায় জানিয়েছেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চায়, কিন্তু ভারত ২১শ শতকের জন্য উন্নয়ন ও নাগরিক জীবনের মানোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তাঁরা উল্লেখ করেন, ভারত পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসী লঞ্চপ্যাড ও ঘাঁটি লক্ষ্য করে সফলভাবে আঘাত হেনেছে।

প্রতিনিধি দলটি ৯/১১ স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। মার্কিন সফরের পর তারা গায়ানা, পানামা, ব্রাজিল ও কলম্বিয়ায় যাবেন।

ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির সাংসদ সুপ্রিয়া সুলের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধি দল কাতারে পৌঁছেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিপুল বিমানবন্দরে প্রতিনিধি দলটিকে স্বাগত জানান।

ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝির নেতৃত্বাধীন দল রাশিয়ার মস্কো সফর সফলভাবে শেষ করে স্লোভেনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। টাস, ভেদোমস্তি ও আরবিসি-সহ শীর্ষস্থানীয় রুশ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলোচনায় তারা সীমান্ত পেরিয়ে আসা সন্ত্রাসীদের কৌশল এবং মানবিক মুখোশ ব্যবহার করে সন্ত্রাস ছড়ানোর প্রযুক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল টোকিও থেকে সিউলে পৌঁছেছে। তারা কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আধিকারিক, জাতীয় সংসদের সদস্য ও বিশ্লেষকদের সঙ্গে ভারতীয় অবস্থান তুলে ধরবে।

শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ইউএই সফর শেষে কঙ্গো পৌঁছেছে। তারা সন্ত্রাসবাদবিরোধী সহযোগিতার জন্য ইউএই-কে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

বিজেপি সাংসদ বিজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বে বাহরিনে পৌঁছানো প্রতিনিধি দলকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত স্বাগত জানান। তারা বাহরিনে সীমান্ত পেরিয়ে চালানো সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান তুলে ধরবে।

বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে সপ্তম প্রতিনিধি দল ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইতালি ও ডেনমার্ক সফরে রওনা হয়েছে। তিনি বলেন, "এই দলটি দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত, যারা এক ভাষায় বিশ্বের সামনে ভারতের বার্তা তুলে ধরবে।"

জালন্ধরে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার ঙঙ্ক বিধায়ক রমন অরোরা, ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠাল আদালত

জালন্ধর, ২৪ মে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টির বিধায়ক রমন অরোরা-কে শনিবার জালন্ধরের এক স্থানীয় আদালত ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। অভিযুক্তের আইনজীবী দর্শন সিং জানান, পাঞ্জাব সতর্কতা ব্যুরো আদালতের কাছে ১০ দিনের রিমান্ড চাইলেও আদালত শুধুমাত্র ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

রমন অরোরা, যিনি জালন্ধর সেন্ট্রাল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক, তাঁকে ২৩ মে (শুক্রবার) জালন্ধর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক আধিকারিকের সঙ্গে দুর্নীতির যোগসাজশের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। সতর্কতা ব্যুরো ওইদিন তাঁর বাসভবনে হানা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁকে আটক করে।

পাঞ্জাব সতর্কতা ব্যুরোর এক মুখপাত্র জানান, ১৪ মে 'ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড বিল্ডিং ডিজাইনার অ্যাসোসিয়েশন, জালন্ধর'-এর তিনজন আধিকারিকের স্বাক্ষরিত একটি যৌথ অভিযোগ ব্যুরোতে জমা পড়ে। তাতে অভিযোগ করা হয়, জালন্ধর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট টাউন প্ল্যানার সুখদেব বসিষ্ঠ নিয়মিত তাঁদের কাছ থেকে বেআইনি ঘুষ দাবি করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি এলাকার মানুষকে নির্মাণ ভাঙার হুমকি দিয়ে অর্থ আদায় করতেন এবং বহু ফাইল ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখতেন, যদিও অন্যান্য দপ্তর সেগুলিকে অনুমোদন দিয়েছে।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন আইনের ৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী ১৪ মে একটি এফআইআর দায়ের করা হয় এবং সুখদেব বসিষ্ঠকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত বহু সরকারি নথি ও প্রমাণ জব্দ করে ব্যুরো।

তদন্তে উঠে আসে যে, সুখদেব বসিষ্ঠ একজন স্থানীয় রাজনীতিকের সঙ্গে মিলে শহরের মানুষদের থেকে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ দুর্নীতিগ্রস্ত কৌশল অবলম্বন করছিলেন।

এ প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এক ভিডিও বার্তায় স্পষ্ট করে দেন যে, তাঁর সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনোভাবেই আপস করবে না। যদিও মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি রমন অরোরার নাম নেননি, তবে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'পার্টির কেউ হোক বা অন্য কেউ, যদি কেউ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে, এবং পাঞ্জাবের এএপি সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রক্ষায় এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশে ফের 'তবাদলা এক্সপ্রেস' চালু, ২১ জেলার সিও-সহ ২৮ জন পিপিএস অফিসারের বদলি

লখনউ, ২৪ মে উত্তরপ্রদেশ সরকার ফের বড়সড় প্রশাসনিক রদবদল করল। রাজ্যের ২১টি জেলার সার্কেল অফিসার (সিও)-সহ মোট ২৮ জন প্রোভিনশিয়াল পুলিশ সার্ভিস অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। রাজ্যের গৃহ দপ্তরের জারি করা আদেশে এই বদলির বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা আরও মজবুত করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার। নতুন পদে যাঁদের নিয়োগ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত অফিসার।

বদলি হওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার তালিকা- অংশু জৈন, যিনি লখনউ কমিশনারেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার ছিলেন, তাঁকে বাগপতের সিও হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। গৌরব শর্মা, আজমগড়ের ডিএসপি ছিলেন, তাঁকে ফতেপুরের সিও হিসেবে পাঠানো হয়েছে। অবধেশ কুমার পাণ্ডে, হারদোইয়ের ডিএসপি ছিলেন, এখন থেকে তিনি হবেন প্রযুক্তিগত সেবা ইউনিট, উত্তরপ্রদেশের সিও। সুধাংশু শেখর, যিনি এন্টি টেরর ইউনিটে ছিলেন, তাঁকে লখনউ এসটিএফ-এ সিও পদে নিয়োগ করা হয়েছে। অজিত চৌহান, সান্ত কবীরনগরের সিও ছিলেন, এখন হারদোইয়ের সিও হবেন।

বদলি পাওয়া অন্যান্য আধিকারিকদের মধ্যে রয়েছেন সুরেশ কুমার (সিও কান্নৌজ), অজয় ত্রিবেদী (সিও, এসিও সদর দপ্তর, লখনউ), সুনীল কুমার বর্মা (সিও ইউপিপিসিএল, আলিগড়), অভয়নাথ মিশ্র (সিও, সান্ত কবীরনগর), দেবেন্দ্র কুমার সেকেন্ড (সিও, চন্দৌলি), শ্বেতা আশুতোষ ওঝা (সহকারী সেনানায়ক, ২০তম বাহিনী ঞ্ঝঞ্ঝা), মনোজ কুমার সিং (সিও, ঝাঁসি), অজয় সিং (সিও, আজমগড়), রাজীব কুমার সিসোদিয়া (সিও, রেলওয়ে সাহারানপুর), সতীশ চন্দ্র শুক্লা (সিও, ভদোহি), অমিত সাক্সেনা (এএসিপি, গাজিয়াবাদ), রজনীশ যাদব (সিও, বলিয়া), হরিরাম যাদব (সিও, দেওরিয়া), বিনীত কুমার (প্রধান নিরাপত্তা অফিসার, এয়ারপোর্ট, আলিগড়)।

নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর কৌশলগত ব্যর্থতার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের করিডর সংকট: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

নয়াদিল্লি, ২৫ মে : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নীতি আয়োগের ১০ম গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর 'কৌশলগত ব্যর্থতা'কে দায়ী করলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি নিরাপদ ভূ-প্রবেশ করিডরের অভাবের জন্য।

তিনি অভিযোগ করেন, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নেহরু চট্টগ্রামকে ভারতের অংশ করে তুলতে ব্যর্থ হন এবং ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেও, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি বিস্তৃত ও সুরক্ষিত করিডর প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সুযোগ হারিয়ে ফেলেন।

হিমন্ত বলেন, স্বাধীনতার আগে অসম ছিল এক সমৃদ্ধ অঞ্চল, যার মাথাপিছু আয় জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি ছিল। তৎকালীন সময়ে ডিব্রুগড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেল সংযোগ ছিল এবং ব্রহ্মপুত্র নদ ব্যবহার করা হতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হিসেবে, যা অসমকে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বন্দর শহরের সঙ্গে যুক্ত করত।

"কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এই সব সংযোগ রাতারাতি বিচ্ছিন্ন করে দেয়," বলেন তিনি। "অসমকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে শুধু সংকীর্ণ ও দুর্বল সিলিগুড়ি করিডর, যেটি আজ 'চিকেন নেক' নামে পরিচিত।"

তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস অঞ্চলের ৯৭ শতাংশ মানুষ অ-মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও, সেই অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) অংশ করা হয়। এমনকি ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এ রাঙামাটিতে চাকমা নেতারা ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন ভারতভুক্তির আশায়, কিন্তু নেহরু তাতে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হননি।

"নেহরুর এই নীরব সম্মতি আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈশ্বিক বাণিজ্য থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একই রকম একটি সুযোগ এসেছিল ১৯৭১ সালে, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীও তখন করিডর চুক্তির ক্ষেত্রে যথাযথ কৌশল নেননি," মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, এই সব মুহূর্তে সাহসী নেতৃত্ব থাকলে উত্তর-পূর্ব ভারতের ভৌগলিক এবং অর্থনৈতিক ভবিষ্যত ভিন্ন হতে পারত।

তবে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'দূরদর্শী নেতৃত্বে' এই অঞ্চল আর ইতিহাসের বন্দী নয় বলে দাবি করেন তিনি। বর্তমানে অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল 'বিকশিত ভারতের' গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে।

"আমরা জলপথ পুনরুজ্জীবিত করছি, রেল যোগাযোগ ও অবকাঠামো নির্মাণ করে এই অঞ্চলকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তুলছি," বলেন তিনি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রকৃত সম্ভাবনা খুলে দিতে হলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে নীতিগত পদক্ষেপগুলোর উপর জোর দেন সেগুলো হল বিশেষ ট্রান্সপোর্ট ও লজিস্টিক করিডর, জলপথ ও রেল পরিকাঠামোর পুনরুজ্জীবন, শিল্পের জন্য ভর্তুকি ও ইনসেনটিভ, এবং সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, "উত্তর-পূর্ব ভারত প্রান্তিক নয়এটি একটি কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সীমান্ত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে আমাদের এই অঞ্চল সমৃদ্ধ মানবসম্পদ এবং সম্ভাবনায় পূর্ণ।"

সম্প্রতি চীনে এক সফরের সময় বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুস মন্তব্য করেন, "ভারতের সাতটি রাজ্য, যাদের 'সেভেন সিস্টারস' বলা হয়, তারা স্থলবেষ্টিত। সমুদ্রে তাদের কোনও প্রবেশাধিকার নেই। আমরাই এই অঞ্চলের একমাত্র সামুদ্রিক গার্ডিয়ান।"

তিনি আরও বলেন, "এটি চীনের অর্থনীতির একটি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা তৈরি করে।" ইউনুসের এই মন্তব্য উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

পরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেন, "ভারতের ৬,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা রয়েছে। বিমসটেক অঞ্চলের বেশিরভাগ দেশের সঙ্গে ভারতের সীমানা রয়েছে এবং এই উপমহাদেশ ও এসিয়ান অঞ্চলের সংযোগ রক্ষায় ভারত একটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন বিমসটেক সংযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।"

ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি — নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী কর্মকর্তার ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৫ মে : নীতি আয়োগের মুখ্য কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা বি.ভি.আর. সুব্রহ্মণ্যম ঘোষণা করেছেন যে, ভারত এখন জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে।

দিল্লিতে নীতি আয়োগের দশম গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকের পর সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় ডঃ সুব্রহ্মণ্যম বলেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারত এখন জাপানের থেকেও বড় অর্থনীতি হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে ভারতের মোট অর্থনৈতিক মূল্য চার ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ''ড্রোন দিদি''দের ''স্কাই ওয়ারিয়র'' বলে সম্বোধন করায় স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীর মহিলারা আনন্দিত

নতুন দিল্লি, ২৫ মে : মহিলা স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীর সদস্যরা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'ড্রোন দিদি'দের 'স্কাই ওয়ারিয়র' (আকাশযোদ্ধা) বলে সম্বোধন করেছেন।

'নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা সদস্যরা জানিয়েছেন যে তাঁরা এখন ভালো আয় করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং কৃষকদের বোঝাও অনেকটাই লাঘব করতে সাহায্য করছেন।

স্বপ্না, চন্দ্রকলা এবং অনিতা জানান, তাঁরা ড্রোনের সাহায্যে কম খরচে অনেক বড় জমিতে সঠিকভাবে সার ও কীটনাশক ছড়াতে পারছেন।

তাঁরা আরও জানান যে, তাঁরা যে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তা গ্রামের অন্যান্য মহিলাদেরও দেওয়া হবে, যাতে তাঁরাও একটি ভালো জীবিকা গড়ে তুলতে পারেন।

বাহরাইনে ওয়াইসির সাফ বার্তা পাকিস্তানকে: সন্ত্রাসের উৎস ওখান থেকেই

বাহরাইন, ২৫ মে : বাহরাইনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে এক আলোচনায় অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন -এর সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, "ভারত সরকার আমাদের এখানে পাঠিয়েছে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে যে, বিগত বহু বছর ধরে ভারত কী ধরনের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসবাদের কারণে।"

এই অল-পার্টি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডা। তার সঙ্গে রয়েছেন নিশিকান্ত দুবে, ফ্যাংনন কোন্যাক, রেখা শর্মা (বিজেপি), আসাদউদ্দিন ওয়াইসি , সৎনাম সিং সন্দু, গুলাম নবী আজাদ এবং রাষ্ট্রদূত হর্ষ শ্রিংলা।

ওয়াইসি বলেন, "দুঃখজনকভাবে আমরা অনেক নিরপরাধ প্রাণ হারিয়েছি। এই সমস্যার মূল উৎস হচ্ছে পাকিস্তান। যতদিন না পাকিস্তান এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য, প্রশ্রয় এবং পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া বন্ধ করছে, ততদিন এই সমস্যা দূর হবে না।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পাকিস্তান যদি আবারও এই ধরণের দুঃসাহস দেখায়, তাহলে তার ফলাফল তাদের কল্পনার বাইরে হবে।"

তিনি ২২ এপ্রিল পাহেলগাম হামলার কথা উল্লেখ করে বলেন, "এই হত্যাকাণ্ডের মানবিক ট্র্যাজেডি নিয়ে একটু ভাবুন। এক নারী যিনি বিয়ের ছয় দিনের মাথায় বিধবা হয়েছেন। আরেকজন দুই মাস আগে বিয়ে করে এখন স্বামীহারা।"

বাহরাইনে বক্তৃতার সময় ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা নিয়েও ওয়াইসি বলেন, "ভারতের কাছে সবরকম ব্যবস্থা আছেপ্রযুক্তি, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সামরিক শক্তিযা ভারতের প্রতিটি নাগরিক এবং ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম।"

তিনি বলেন, "আমাদের সরকার, মিডিয়া, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসব একসঙ্গে কাজ করছে। পাকিস্তানের মতো একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র যা লঞ্চ করেছিল, তা আমাদের প্রযুক্তি সফলভাবে প্রতিহত করেছে।"

ওয়াইসি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসের অর্থ জোগান বন্ধে সমবেত প্রচেষ্টার ডাক দেন এবং বাহরাইন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা পাকিস্তানকে আবারও [illegible]-এর গ্রে লিস্টে ফেরানোর ক্ষেত্রে ভারতের পাশে দাঁড়ায়।

তিনি বলেন, "আমাদের দেশে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আমরা সবাই এক। এখন সময় এসেছে, আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান এই বিষয়টি বুঝুক।"

ভারতের প্রতিনিধি দল সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন ও আলজেরিয়ায় বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এবং পাহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর ভারতের অবস্থান ও সীমান্ত পেরিয়ে আসা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কৌশল সম্পর্কে অবহিত করবে।

এই সফরের মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে সঠিক তথ্য প্রচার এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তার 'জিরো টলারেন্স' নীতি তুলে ধরতে চায়।

দুর্ঘটনায় আহত পাশে নেতৃত্বরা

● প্রথম পাতার পর

চাল পরিবারে হাতে তুলে দেয়।

তাছাড়াও মধ্য ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের শয্যাশায়ী রোগী তথা বিজেপি কার্যকর্তা স্বপন দেবনাথের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন চড়িলাম মন্ডল সভাপতি তাপস দাস। মধ্য ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলাই দেবনাথ এবং স্বপন দেবনাথ এর ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার জন্য যেভাবে সাহায্য করা দরকার তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং চড়িলাম মন্ডলের প্রতিটি কার্যকর্তার পাশে থাকবে বলে জানান চড়িলাম মণ্ডল সভাপতি তাপস দাস।

অপারেশন সিঁদুর

● প্রথম পাতার পর

করেছে। তিনি মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও রাজস্থান-এর পদকজয়ীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, গত এক দশকে মধু উৎপাদনে ৬০ু বৃদ্ধি হয়েছে। দেশের নানা প্রান্তের হাজার হাজার নারী ও যুবক মধু উদ্যোগপতি হয়ে উঠেছেন। এআই ও ডিজিটাল প্রযুক্তি এখন মধুর গুণমান যাচাইয়ে সহায়ক। শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে জন-অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। ভারতের শক্তি এটাই যে জনগণ নিজের দেশকে ভালোবাসে, তাকে গড়তে চায়।'

রাইয়াবড়িতে দুষ্কৃতিরা নিয়মিতভাবে গাছ কাটা নিয়ে দপ্তরের

● প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই কেটে ফেলা হয়েছে। ঘটনায় তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং দোষীদের অবিলম্বে শনাক্ত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানো এড়াতে স্থানীয় প্রশাসনও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রেখেছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, পরিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানোর এই উদ্যোগে যারা বাধা দিচ্ছে, তাদের কঠোরভাবে দমন করা হোক, না হলে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতেও চলতেই থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ বিরোধী দলনেতার

● প্রথম পাতার পর

রামসুন্দর পাড়া ও কালাচেপার পরিবারগুলোকেও আর্থিক ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা উচিত।

এই দাবি তুলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠিও প্রেরণ করেছেন বলে জানা গেছে। চিঠির মাধ্যমে তিনি আবেদন জানিয়েছেন, সব শিশু মৃত্যুর ঘটনাকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা হোক এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে সরকার যেন সমবেদনার হাত বাড়িয়ে দেয়।

বিরোধী দলনেতার এই বক্তব্য ও পদক্ষেপ রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে।

বিনা চিকিৎসায় শিশু মৃত্যুর অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করান। এরপর নিয়ে যান উন্নত চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে।

সেখানেও ওই শিশুর শারীরিক অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ার কারণে শুক্রবারে নিয়ে আসা হয় কৈলাসহর রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে। অভিযোগ গতকাল কোনো শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উক্ত শিশুটির শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেননি। যার কারণে ওই শিশুটির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। রবিবার সকালবেলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে উক্ত শিশুটি। উক্ত শিশুটির পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতির কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুটির। উক্ত শিশুটির মৃত্যু হবার কারণে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে পরিবারের লোকেরা। তাদের অভিযোগ বিনা চিকিৎসায় শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। উনারা সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রেসক্লাব আয়োজিত প্রীতি ফুটবল অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফুটবল খেলার মাঠে অন্য পেশা জগতের চাঁদের হাট বসেছিল আজ। খোদ আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তথা টি এফ এ-র প্রেসিডেন্ট প্রণব সরকার জার্সি এবং সর্টস পরে মাঝ মাঠে দীর্ঘক্ষণ খেলেছেন। যদিও টিএফএ ঘরানা থেকে নয়। কেননা জার্সির গায়ে লেখা 'আগরতলা প্রেসক্লাব' সেটাই প্রকাশ করে, সাংবাদিক হিসেবে প্রীতিমূলক ফুটবল খেলতে নেমে প্রত্যেকের সঙ্গে তিনিও যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেছেন। সঙ্গে আগরতলা প্রেসক্লাবের স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষও। রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে যেন অন্য পেশা জগতের লোকদের চাঁদের হাট বসেছিল। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রেসক্লাবের সদস্য খেলোয়ারদের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী পর্বে টি এফ এ-র সচিব অমিত চৌধুরী, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি শ্রীমতি চিত্রা রায় এবং কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রীতি ম্যাচ হলেও উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় আগরতলা প্রেসক্লাব বি টিম ন্যূনতম গোলে জয়ী হয়েছে। জয়সূচক গোলটি করেছেন কিংকর শীল।টিএফএ-র সহযোগিতায় এবং খেলোয়ার সাংবাদিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ সাফল্যমন্ডিত হওয়ায় স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনার তথা প্রেস ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তম সিনিয়র ফিডে রাজ্য দাবা টুর্নামেন্ট জমজমাট, শীর্ষে ১২ জন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীর্ষে রয়েছেন ১২ জন দাবাড়ু। ৫১ তম রাজ্য সিনিয়র ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার। রবিবার আসরের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাউন্ডের খেলা হয়। এন এস আর সি সি-র যোগা হলঘরে অনুষ্ঠিত আসরের তিন রাউন্ড শেষে পুরো ৩ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে আছেন শীর্ষ বাছাযি শেখোয়াত হোসেন, উমাশঙ্কর দত্ত, রাজবীর আহমেদ, মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার আরাধ্য দাস, দিব্যজ্যোতি সরকার, অগ্রজিৎ পাল, অনুরাগ ভট্টাচার্য, প্রসেনজিৎ নমঃশূদ্র, সোমরাজ সাহা, শৌভিক রায় চৌধুরী, অমন চাকমা এবং আয়ুষ সাহা। আর ওই ১২ জনের ঘরে নিঃশ্বাস ফেলছেন পঙ্কজ দেবনাথ অভিনব নাথ, রোহিতশ্ব দাস, দেবরাজ ভট্টাচার্য এবং পুষ্পাত চক্রবর্তী। অনূর্ধ ৭ বিভাগে রাজ্য সেরা দাবাড়ু দেবরাজ দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে। সোমবার আসরের চতুর্থ এবং পঞ্চম রাউন্ডের খেলা হবে। আসর পরিচালনা করছেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য্য। এবারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুশি বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দাবাড়ুরা। অনেকেই মনে দীর্ঘ বছর পর রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তারা এবার বেশ কিছু অভিনয় অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। যা বজায় থাকবে আগামী দিনেও।

বিলোনিয়া স্কুল টি-২০ ক্রিকেটে জয়ী সোনাপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ স্কুল টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লড়াই মাঝে বেশ কয়েকদিন বিরত থাকার পর পুনরায় শুরু হল রবিবার। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এদিন উত্তর বিলোনিয়া মাঠে মুখোমুখি হয় সোনাপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ও আর্য্য কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। দুইদলের এই ম্যাচে সোনাপুর ৪ উইকেটে পরাজিত করে আর্য্য কলোনি কে। সকালে সোনাপুর টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলে আগে ব্যাট করার সুযোগ পায় আর্য্য কলোনি।

ইনিংসে আর্য্য কলোনি নির্ধারিত ২০ওভারে চারজন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে সংগ্রহ করে ১১৮ রান। সোহেল দে (২০), জয় বিশ্বাস (৪১) ও দিপজয় রায়ের (১৫) হাত ধরেই এই রান তুলে আর্য্য কলোনি। সোনাপুরের বোলারদের মধ্যে একটি করে উইকেট পেল শুভঙ্কর সরকার অনুপ পাল ও জয়দেব দেবনাথ।

জবাবে জয়ের জন্য সোনাপুর ১১৯ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে চার বল বাকি থাকতেই ছয় উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। অনুপ পালের ২৪ রান ও শুভঙ্কর সরকারের অপরাজিত ৩১ রানের সাহায্যেই এদিন শেষ পর্যন্ত ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় সোনাপুর। আর্য্য কলোনির বোলারদের মধ্যে দুটি করে উইকেট নেই সুজয় মালাকার ও সুয়েল দে।

মঞ্জরেকরের বিরাট-ডিগবাজি! ১৩ বছর আগে কোহলিকে তুলোধনা করে ঢোঁক গিললেন সোমবার

কোনও ক্রিকেটারের সম্পর্কে মন্তব্য করে পরে ঢোঁক গেলার অভ্যাস রয়েছে সঞ্জয় মঞ্জরেকরের। অতীতে রবীন্দ্র জাডেজাকে 'টুকরো-টাকরা' ক্রিকেটার বলেছিলেন। পরে নিজের কথাই গিলতে হয়েছিল।

সোমবার গিলতে হল ১৩ বছর আগে বিরাট কোহলিকে নিয়ে করা মন্তব্য।কোহলির অবসরের পর মঞ্জরেকর সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, "আধুনিক ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড, যে নিজের সবটা ক্রিকেটের প্রাচীনতম ফরম্যাটের জন্য দিয়েছে। টেস্ট ক্রিকেট বিরাট কোহলির কাছে ঋণী থাকবে।"মঞ্জরেকর এই মন্তব্য করার পরেই সমর্থকেরা মনে করিয়ে দিয়েছেন ২০১২ সালে তাঁর করা একটি পোস্টের কথা। সেখানে কোহলির সম্পর্কে একটি বাক্যেই মঞ্জরেকর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি টেস্ট ক্রিকেটে খেলার যোগ্য নন।২০১২ সালের ৬ জানুয়ারিতে করা ওই পোস্টে মঞ্জরেকর লিখেছিলেন, "আমি তবুও ভিভিএসকে (লক্ষ্মণ) বসিয়ে দিয়ে পরের টেস্টে রোহিতকে খেলানোর পক্ষে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ছাপ থাকবে তাতে। বিরাটকে আরও একটা টে খেলতে দেওয়া হোক, যাতে প্রমাণ হয়, ও টেস্ট ক্রিকেট খেলার যোগ্য নয়।"উল্লেখ্য, ১৩ বছর আগে মঞ্জরেকর যখন পোস্টটি লিখেছিলেন তখন অস্ট্রেলিয়া সফরে ছিল ভারত। সেটাই বিরাটের প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর ছিল। মঞ্জরেকরের টুইটের দিন সিডনিতে দ্বিতীয় টেস্টে ভারত এক ইনিংস এবং ৬৮ রানে হেরেছিল। কোহলি দুই ইনিংসে ২৩ এবং ৯ রান করেছিলেন।কোহলি তার পরের টেস্টই শুধু নয়, খেলেছিলেন চতুর্থ টেস্টেও। মঞ্জরেকরকে মুখের উপর জবাব দিয়েছিলেন। তৃতীয় টেস্টেও ভারত ইনিংসে হারে। কোহলি প্রথম ইনিংসে ৪৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৫ রান করেছিলেন। দু'টি ইনিংসেই দলের সর্বোচ্চ রান ছিল তাঁর।চতুর্থ টেস্ট ছিল অ্যাডিলেডে। সেই টেস্টের প্রথম ইনিংসে কোহলি (১১৬) শতরান করেন। সেটাই টেস্ট ক্রিকেট এবং অস্ট্রেলিয়ায় মাটিতে কোহলির প্রথম শতরান। তার পর আরও ২৯টি শতরান করেছেন। কিন্তু কোহলিকে নিয়ে করা সেই টুইটের জন্য কোনও দিন ক্ষমা চাননি মঞ্জরেকর। এ দিনের টুইটে তাঁর ডিগবাজি আরও এক বার স্পষ্ট।

কোহলিকে নিয়ে মায়ের বাড়িতে অনুষ্কা, পুত্র অকায় দিদার কোলে, দেখে কী করল কন্যা ভামিকা?

দীর্ঘ দিন পরে মায়ের বাড়িতে গেলেন অনুষ্কা শর্মা। বিরাট কোহলি এবং দুই সন্তানকে নিয়ে অযোধ্যায় মায়ের বাড়িতে যান তিনি। পুত্র অকায়কে মায়ের হাতে তুলে দেওয়ার সময় হাততালি দিতে দেখা গিয়েছে কন্যা ভামিকাকে। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। কোহলি একটু পাশে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটাই উপভোগ করেছেন।কিছু দিন আগেই বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন অনুষ্কা এবং কোহলি। সেখান থেকেই তাঁরা অযোধ্যায় গিয়েছেন। মেয়েকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে খুশি চাপতে পারেননি অনুষ্কার মা। প্রথমে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন। অনুষ্কার কোলেই ছিল অকায়। তাকে মায়ের কোলে তুলে দেন অনুষ্কা। পাশেই ঘুরছিল ভামিকা। এই দৃশ্য দেখে সে হাততালি দিয়ে ওঠে। কোহলিও সেই দৃশ্য উপভোগ করেন।কোহলি টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর সমাজমাধ্যমে একটি ছবি দেন অনুষ্কা। সেখানে দেখা গিয়েছিল, ক্রিকেট মাঠে হাসিমুখে তাঁরা দু'জন। কোহলি টেস্ট জার্সি পরে রয়েছেন। অনুষ্কা লিখেছিলেন, "ওরা রেকর্ড ও মাইলফলক নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু আমি মনে রাখব সেই চোখের জল, যা তুমি কারও সামনে ফেলোনি। সেই সব লড়াই, যা কেউ দেখেনি। মনে রাখব এই ফরম্যাটকে কতটা ভালবাসা তুমি দিয়েছ। আমি জানি তার জন্য তোমাকে কতটা ত্যাগ করতে হয়েছে। প্রতিটা টেস্ট সিরিজের পরে তুমি ফিরে এসেছ আরও পরিণত, আরও নম্র হয়ে। এই সময়ে তোমার পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছি।"দু'দিন পরে আবার একটি বার্তা লেখেন তিনি। সেটি ছিল স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান বরুণ গ্রোভারের একটি পোস্টের জবাব। অনুষ্কা লিখেছিলেন, "যাদের কোনও বলার মতো কাহিনি আছে, তারাই টেস্ট ক্রিকেটে সফল হয়। এমন একটা কাহিনি যা সুদীর্ঘ এবং যার গভীরতা এতটাই যে, পিচ নিয়ে ভাবে না, আবহাওয়া দেখে না, ঘাস আছে কী নেই খুঁজতে যায় না, বাইশ গজ শুকনো না ভেজা তাতে কিছু এসে যায় না, দেশে খেলছি না কি বিদেশে, তাতে কোনও ফারাক হয় না।"

অলিম্পিক এসোসিয়েশনের প্রথম বৈঠকে গুচ্ছ সিদ্ধান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দীর্ঘ জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অতি সম্প্রতি নতুন করে গঠিত হয় ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কার্যকারী কমিটি। ইতিমধ্যেই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন কমিটির পদাধিকারীরা গ্রহণ করেন দায়িত্বভার। দায়িত্বভার হাতে নিয়েই রবিবার আগরতলায় একটি বেসরকারি হোটেলে এসোসিয়েশনের নবগঠিত কমিটির সদস্যরা প্রথম বৈঠকে মিলিত হলেন। কমিটির চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতে ভাইস চেয়ারম্যানের পৌরহিত্যে অধিকাংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এদিন। বৈঠকে বৈঠকে এসোসিয়েশনের চিফ পেট্রোন হিসেবে মনোনীত করা হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহাকে। এছাড়া পেট্রোন হিসেবে রয়েছেন ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় ও বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। সংস্কার অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয় রতন সাহা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ত্রিপুরার ক্রীড়া পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন সংগঠন গুলির মধ্যে যেগুলো এখনও অলিম্পিক এসোসিয়েশনের আওতায় আসেনি তাদেরকে সংগঠনের সাথে যুক্ত করা। রাজ্য সরকারের সহায়তায় আগামী দিন রাজ্যভিত্তিক অলিম্পিক গেমস আয়োজন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠকে। এছাড়া দীর্ঘদিন পর এবার ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ব্যানারে জাতীয় আসরে অংশ নেবে রাজ্যের খেলোয়াড়রা। বৈঠক শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানান এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

ইতিহাস এমবাপের, ভেঙে দিলেন ৭২ বছরের পুরনো নজির, বিপদে রিয়ালের অন্য এক ফুটবলার

চলতি মরসুমে রিয়াল মাদ্রিদ ট্রফিহীন থাকতে পারে। কিন্তু কিলিয়ান এমবাপে একের পর এক নজির গড়ে চলেছেন। বুধবার রাতে মায়োরকাকে হারিয়েছে রিয়াল। ৭২ বছরের পুরনো একটি রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন এমবাপে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরও এই কৃতিত্ব নেই।

মায়োরকার বিরুদ্ধে সংযুক্ত সময়ে গোল করে রিয়ালকে জিতিয়েছেন জাকোবো রামন। তার আগে দলের প্রথম গোলটি করেন এমবাপে। রিয়ালের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসাবে লা লিগায় প্রথম মরসুমেই ২৮টি গোল করলেন তিনি। ১৯৫৩-৫৪ মরসুমে আলফ্রেডো ডি'স্টিফানো ২৭টি গোল করেছিলেন। সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন এমবাপে। ১৯৯৭ সালে বার্সেলোনার হয়ে ব্রাজিলের রোনাল্ডোও ২৮টি গোল করেছিলেন।অনেকেই বলছেন, এমবাপের মরসুমটা খারাপ গিয়েছে। তবে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিনি ৪০টি গোল করেছেন। রোনাল্ডো, করিম বেঞ্জেমা, রুদ ফান নিস্তেলরুই কেউ এই নজির গড়তে পারেননি।এ দিকে, রিয়ালের ফুটবলার রাউল আসেনসিয়ো বিপদে পড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এক নাবালিকার যৌন সম্পর্কের ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তিনি ছাড়াও আরও চার ফুটবলারের নাম রয়েছে। যদিও আদালতে কারও নামই উল্লেখ করা হয়নি।ঘটনাটি দু'বছর আগের। তখন থেকেই মামলা চলছে। সেই সময় ওই নাবালিকার বয়স ছিল ১৬। তখন তার মা অভিযোগ করে। স্পেনের একটি বিচ ক্লাবে ঘটনাটি ঘটে। যৌন সম্পর্কের ভিডিয়ো তুলে রাখা হয় এবং পরে তা হোয়াটঅ্যাপের গ্রুপে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

দু'ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা, লা লিগা জয়ের ম্যাচে অবিশ্বাস্য গোল ইয়ামালের

বৃহস্পতিবার রাতে এস্প্যানিয়লকে হারাতেই লা লিগা বার্সেলোনার। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে তারা। শেষ দু'টি ম্যাচ জিতলেও মাদ্রিদের পক্ষে বার্সেলোনাকে ছোঁয়া সম্ভব হবে না। ফলে দু'ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল বার্সা। ম্যাচে ৫৩ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। তরুণ লামিনে ইয়ামালের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল তারা। দ্বিতীয় গোলটি হয় ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে। ৯৫ মিনিটের মাথায় গোল করেন ফার্মিন লোপেজ। ২-০ গোলে জিততেই ২৮তম বার লিগ জিতে নিল বার্সেলোনা। গত ছ'বছরে দু'বার লিগ জিতেছে তারা। কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেন, "এখন আনন্দ করার সময়। আমরা প্রতি ম্যাচ থেকে শিখতে চাই। এটা আমাদের জিনে আছে। খেলোয়াড়দের থেকে এটাই চাই আমি। প্রতি ম্যাচে ওরা উন্নতি করুক। খিদেটা থাকা জরুরি।" প্রথমার্ধে গোল পায়নি বার্সেলোনা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দলকে এগিয়ে দেন ইয়ামাল। ১৭ বছরের স্পেনীয় ফুটবলার ডান প্রান্ত থেকে কাট করে ভিতর দিকে ঢুকে আসেন। তার পরেই চকিতে বাঁ পায়ের জোরালো শটে বল জালে জড়িয়ে দেন। এমন জায়গা দিয়ে বলটি গোলে ঢোকে যে গোলরক্ষকের পক্ষে সেখানে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। এস্প্যানিয়লের পক্ষে সেই গোল শোধ করা সম্ভব হয়নি।এই মরসুমে তিনটি ট্রফি জিতে নিয়েছে বার্সেলোনা। লা লিগা জয়ের আগে তারা স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছিল। ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে ৫-২ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল তারা।এই মরসুমে কোপা দেল রে-ও জিতেছিল বার্সেলোনা। সেখানেও ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়েছিল তারা। জিতেছিল ৩-২ গোলে।

আইপিএলে নতুন ব্যাটার নিয়েছেন শুভমনেরা, কিন্তু নিয়মের গেরোয় খেলাতে পারবেন না লিগ পর্বে

জস বাটলারের পরিবর্তে কুশল মেন্ডিসকে দলে নিয়েছে গুজরাত টাইটান্স। কিন্তু আইপিএলের লিগ পর্বে খেলতে পারবেন না শ্রীলঙ্কার ব্যাটার। শুধু মাত্র প্লে-অফেই খেলার সুযোগ পাবেন তিনি। কেন? গুজরাতের হয়ে এ বারে ধারাবাহিক ভাবে রান করছেন বাটলার। দুই ওপেনার শুভমন গিল এবং সাই সুদর্শনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান করছেন তিনি। এই তিন জনের ব্যাটে ভর করেই এ বারের আইপিএলে দুরন্ত ফর্মে গুজরাত। কিন্তু ভারত-পাক সংঘাতের কারণে আইপিএল এক সপ্তাহ পিছিয়ে গিয়েছে। তাতেই তৈরি হয়েছে সমস্যা। বেশ কিছু ক্রিকেটার খেলতে পারবেন না দেশের হয়ে ম্যাচ থাকায়। সেই সমস্যাতেই পড়েছেন বাটলার। তিনি লিগ পর্বের পর আর আইপিএল খেলবেন না। বাটলার প্লে-অফের আগে দেশে ফিরে যাবেন। লিগ পর্বে গুজরাতের শেষ ম্যাচ ২৫ মে। সেই ম্যাচ পর্যন্ত খেলবেন বাটলার। তাঁর পরিবর্তে মেন্ডিসকে নিয়েছে গুজরাত। সেই কারণে বাটলার দেশে ফিরে যাওয়ার পর খেলার ছাড়পত্র পাবেন তিনি।এই মরসুমে আইপিএল পিছিয়ে যাওয়ায় অনেক বিদেশি ক্রিকেটার খেলতে পারবেন না। ভারত-পাক সংঘাতের আবহে অনেকে খেলতে আসতে চাইছেন না। এমন অবস্থায় আইপিএল কর্তৃপক্ষ পরিবর্ত ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সানডে অন সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধন

দূর্ষণ মুক্ত ভবিষ্যত গড়ে তোলার উপর জোর রাজ্যপাল নাল্লুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে ”সানডেস অন সাইকেল” ইভেন্টের ফ্ল্যাগ অফ করেন।

স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সাই) উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের অন্তর্গত ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের অঙ্গ হিসেবে এই ইভেন্টের মূল উদ্দেশ্য হল ফিটনেস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দূষণ মুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা।

রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে এই ধরণের ইভেন্ট আয়োজন করার জন্য স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়াকে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, গত ৫ বছরে রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

রাজ্যে সাইক্লিং ট্র্যাক তৈরি করার জন্যও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, অধিকর্তা এস বি নাথ, স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার সহ অধিকর্তা লক্ষ্মণ ডোঙ্গারি, নর্থ-ইস্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সচিব জন এফ খারসিং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত মন্টু দেবনাথ এবং গোপেশ দেবনাথকে সংবর্ধিত করেন।

যুবাদের খেলার মাঠে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী বিধায়ক সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২৫ মে: রবিবার বিশালগড় ফুটবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড় জগন্নাথ জিউ মন্দিরে। আয়োজিত এ সাধারণ সভার মধ্যে দিয়ে গঠন করা হয় নতুন কমিটি। ৯ জনকে নিয়ে করা হয় উপদেষ্টা কমিটি। সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয় বিধায়ক সুশান্ত দেব।বাকি ৮জন রয়েছে উপদেষ্টা কমিটিতে। অন্যদিকে ২৬ জনকে নিয়ে করা হয় কার্যকরী কমিটি। কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হয় তপন দাস, পুনরায় সম্পাদক হিসাবে লিটন কুমার সাহা রয়েছে। তাছাড়াও কোষাধক্ষ্য হয় মিঠুন চক্রবর্তী এবং অফিস সেক্রেটারি সমীর ভৌমিক।

বিশালগড়ে খেলাধুলার উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গঠন করা হয় এদিনের এই সাধারণ সভায়। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, ছেড়ে দিয়ে নেশার হাঁট, চল যাই খেলার মাঠ। শুধুমাত্র এ স্লোগানেন সীমাবদ্ধ না থেকে তা বাস্তবে রূপায়িত করতে চায় বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব। তবে পূর্বের ন্যায় বিশালগড়ের ফুটবলকে জনপ্রিয় করে তুলতে কাজে বিশেষ মন লাগিয়েছে বিধায়ক সুশান্ত দেব।

নিজ বিধানসভার রতিয়াতে মন কি বাত পর্বে সামিল বিধায়ক পিনাকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৫ মে: প্রতিবারের মতো এবারও কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটা বুথ এলাকাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত পর্ব ঘিরে বিজেপি দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কার্যকর্তাদের মধ্যে ইতিবাচক আবহ পরিলক্ষিত হয়।

এরই মধ্যে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রতিয়াতে(১৯ নং বুথ) দলীয় বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাদের সাথে মন কি বাত পর্ব উপভোগ করতে দেখা গেছে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীকে। উচ্ছ্বাসপূর্ণ আবহে সাধারন কার্যকর্তাদের সাথে মন কি বাত পর্ব উপভোগ করার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে গিয়ে কল্যাণপুরের বিধায়কের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে প্রত্যেকটা পর্বের মধ্য দিয়েই নরেন্দ্র মোদির যোগ্য দিক-নির্দেশনায় গোটা দেশ সমৃদ্ধ হয়। পাশাপাশি বিধায়ক শ্রী দাস চৌধুরী দাবি করেন এই সময়ের মধ্যে যোগ্য সেনাপতি নরেন্দ্র মোদির কাঁধে ভর দিয়ে গোটা পৃথিবীতে সমীহ আদায় করছে ভারত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এছাড়াও গোটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে মন কি বাত পর্বে মন্ডল সভাপতি নিতাই বল, মন্ডল নেতৃত্ব সো সোমেন গোপ, চয়ন রায় সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: ভারতীয় মজদুর সংঘের যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার ভগৎ সিং যুব আবাসে। ভারতীয় মজদুর ত্রিপুরা প্রদেশের সংঘের যুব সম্মেলন রবিবার অনুষ্ঠিত হয় শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে।উপস্থিত ছিলেন ভারতের মজদুর সংঘের সহ-সংগঠন মন্ত্রী ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রভারি গণেশ মিশ্রা সহ অন্যান্যরা। এদিন সম্মেলনে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির উপর ভক্তরা বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রভারি বলেন মজদুর সংঘের যুব সংগঠনকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে বিজেপির শক্তি আরো সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ মে।। উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এলোমনি এসোসিয়েশন ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ করলো। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সুতপা সুর ও সহ অধ্যক্ষা মনিদিপা চৌধুরী।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলোমনির সভাপতি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে সাগর দে,নবারুন দেবনাথ ও প্রদীপ্ত ভৌমিক। প্রদীপ্ত ভৌমিক, সহ-সভানেত্রী দেবাদৃতা দত্তও সহ সম্পাদিকা সুনিতা সরকারসাংবাদিকদের বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন। রক্তদান জীবন দান এই স্লোগানকে সামনে রেখে উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত অ্যালুমিনি এসোসিয়েশন এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ রক্তদানের গুরুত্ব এবং এই সময়ে রক্তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।আজকের এ রক্তদান শিবিরে ২৪জন ছেলে এবং ৯জন মেয়ে মিলে মোট ৩৩ জন রক্ত দান করেছেন।এই রক্তদান উৎসবকে কেন্দ্র করে উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও পরিলক্ষিত হয়। এ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা লগ্নের পর থেকেই বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ যেমন স্বচ্ছ ভারত অভিযান,রক্তদান শিবির, গরিব ও দুঃস্থদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, পোশাক পরিচ্ছদ বিতরণ সহ অন্যান্য সামাজিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন

অমরপুরে মহকুমা আইনসেবা কমিটির উদ্যোগে আইনি সচেতনতা ও মেঘা স্বাস্থ্য-প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত

অমরপুর, ২৫ মে : অমরপুর মহকুমা আইনসেবা কমিটির উদ্যোগে অম্পিনগর গার্লস হোস্টেল মাঠে আজ অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ আইনি সচেতনতা ও মেঘা স্বাস্থ্য এবং প্রশাসনিক শিবির। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গোমতী জেলা আদালতের ডিস্ট্রিক্ট জজ শংকর লাল দত্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার সিজেএম শ্যামাজ্যুতি দেবনাথ, গোমতী জেলা আইনসেবা কমিটির জেলা সম্পাদক বিচারক রাজা গুপ্তা, মহকুমা আইনসেবা কমিটির চেয়ারম্যান বিচারক অয়ন গুপ্তা, সদস্য সচিব বিচারক দেবাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অনুপম চক্রবর্তী এবং অমরপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আইনজীবী হারান চন্দ্র দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্টজন।

এই শিবিরে জেলার ১৬টি লাইন দপ্তরের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জেলা পরিবহন দপ্তর, শিশু সুরক্ষা কমিশন, প্রতিবন্ধী দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, বন দপ্তর, পশু পালন ও মৎস্য দপ্তর এবং মহকুমা প্রশাসন।

শিবিরে আগত ভিলেজবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় ৩৩৪টি প্রশাসনিক শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সেইসঙ্গে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে নাগরিকদের মাঝে প্রয়োজনীয় সামগ্রীও বিতরণ করা হয়।

আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া এবং প্রশাসনিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আয়োজিত এই উদ্যোগে স্থানীয় মানুষজন ব্যাপকভাবে উপকৃত হন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও এই ধরনের জনমুখী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বনমালীপুরে আয়োজিত ”মন কি বাত” শোনার অনুষ্ঠানে সামিল মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: বনমালীপুরে আয়োজিত ”মন কি বাত” পর্ব শোনার অনুষ্ঠানে সামিল হলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ১২২ তম মন কি বাত পর্বে বনমালিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৫ নম্বর বুথে দলের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য এবং পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

মন কি বাত পর্ব শ্রবণ করার পর উপস্থিত কার্যকর্তাদের সামনে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী দাবি করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই মন কি বাত প্রত্যেকটা পর্বে দেশবাসীকে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে সমৃদ্ধ করে। বিশেষ করে যেভাবে প্রত্যেকটা পর্বের মধ্য দিয়ে গোটা দেশবাসীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাস্তা দেখায় ,দিক নির্দেশন করে, সেই বিষয়টা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী দাবি করেন। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক আলোচনার অংশ হিসেবে সুশান্ত চৌধুরী দাবি করেন বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী উত্তর প্রদেশকে যেমন গুরুত্ব দেন ত্রিপুরাকে এরকমভাবে গুরুত্ব দেন।

বিশেষ করে ত্রিপুরা অরুণাচলের মতো রাজ্য যেগুলো আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেরা। সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা এবং সার্বিক আভ্যন্তরিন নিরাপত্তা রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন বলে সুশান্ত চৌধুরী দাবি করেন।পাশাপাশি আমাদের পার্শবর্তী বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে আজকের আলোচনায় সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে গিয়ে সুশান্ত চৌধুরী দাবি করেন বাংলাদেশে যেকোনো সময় সেনা অভ্যুত্থান ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ঊনকোটি জেলা কমিটির দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ মে: ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ঊনকোটি জেলা কমিটির উদ্যোগে রবিবার দুপুর বেলা কৈলাসহর সার্কিট হাউসে দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চলতি মাসের একত্রিশ তারিখ রাজধানী আগরতলায় জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্যভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এই দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী দিনে সংগঠনকে আরও কিভাবে উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি করা যায় সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পাশাপাশি সংগঠনের আরও বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিন জেলা কমিটি এবং মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়। কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ আজীর মিয়া, সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন অনিমেষ ভট্টাচার্জী। সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন নারায়ন সাহা, সহ-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল সুফান, কোষাধক্ষ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন সুজাতা পাল সাহা, এবং অফিস সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শুভঙ্কর দাস।

কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আশুতোষ পাল, সম্পাদক বিশাল দেব, সহ সম্পাদক প্রহেলি ভট্টাচার্জি, সহসভাপতি অর্জুন মালাকার, অফিস সম্পাদক জনি ভট্টাচার্জি, এবং কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন দ্বিগবিজয় মালাকার। জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ জামাল উদ্দিন, কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আশুতোষ পাল, সম্পাদক উত্তম দেব, সহ-সম্পাদক বিশাল দে, কোষাধক্ষ্য অর্জুন মালাকার, অফিস সম্পাদক আব্দুল সুফান, এবং জেলার প্রচার সম্পাদক হিসেবে রাজু দেব নির্বাচিত হয়েছেন এমনটাই সম্মেলন শেষে সংবাদ মাধ্যমকে জানান বরিষ্ঠ সাংবাদিক অনুপম ভট্টাচার্য্যী।

দীর্ঘদিন পর জিরানিয়ার জয়নগরে ‘গণপতি পেট্রোল পাম্প’-এর নবযাত্রা, উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

জিরানিয়া, ২৫ মে : দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা জিরানিয়া জয়নগরস্থিত দিল্লিওয়ালা পেট্রোল পাম্প নতুন রূপে ‘গণপতি পেট্রোল পাম্প’ নামে আত্মপ্রকাশ করল রবিবার। পাম্পটির নতুন মালিকানা গ্রহণ করেছেন জিরানিয়ারই বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গৌতম পাল।

রবিবার শুভ মহূর্তে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কেটে পেট্রোল পাম্পটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, মন্ডল সভাপতি রনজিত রায় চৌধুরী, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন দাস প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পাম্প প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় নাম সংকীর্তন ও যজ্ঞ। একই সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে আয়োজিত হয় বৃদ্ধা মায়েদের সংবর্ধনা ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। কর্ণধার গৌতম পাল নিজে উপস্থিত থেকে বয়স্ক মা-বোনদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন ও সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

পেট্রোল পাম্পের পুনঃচালু হওয়া প্রসঙ্গে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘এই পেট্রোল পাম্প চালু হওয়ায় একদিকে যেমন এলাকার মানুষ সেবা পাবেন, তেমনই যাঁরা পূর্বে এখানে কর্মরত ছিলেন, তাঁরা পুনরায় কাজের সুযোগ লাভ করবেন। এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।’’

এদিনের অনুষ্ঠান স্থানীয় জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহলে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ‘গণপতি পেট্রোল পাম্প’-এর নবযাত্রা জিরানিয়া এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে আশাবাদী এলাকাবাসী।

ভারতবর্ষের উন্নয়নে সবসময় বিরোধিতা করে বামপন্থীরা: মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে: ভারতবর্ষের উন্নয়নে সবসময় বিরোধিতা করে বামপন্থীরা, বললেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর চিন্তা ভাবনা ভাগ করে নেন। প্রতি মাসের শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল জনগণের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করেন। আজ তার ১২২ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পুর নিগমের ১৫ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে ওয়ার্ড এলাকায় আজ মোদিজীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবন করার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ১২২ তম মোদিজীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শ্রবন করেন মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর নিবাস দাস ,রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

এদিন মেয়র অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, ভারতের উন্নয়নের সব সময় বিরোধিতা করে চলেছে বামপন্থীরা।

মাওবাদী দমনে সরকার যখন সাফল্য পাচ্ছে যখন মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় জনজীবন সাধারণ হচ্ছে তখন তারা মাওবাদীদের পক্ষ নিয়ে রাজনীতির ময়দানে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত এ উঠানো বিভিন্ন বিষয় নিয়েও বলেন তিনি। বিশেষ করে অপারেশন সিন্দুরের সাফল্য নিয়ে কথা বলেন তিনি। আজকের এই মন কি বাত অনুষ্ঠানে অপারেশন সিন্দুরের সাফল্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের সেনাদের প্রতি আমার গর্ব হয়। পাশাপাশি মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের পর ঝাড়খণ্ড সহ মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় জনজীবন সাধারণ হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী নর্থ ইস্ট সামিটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আজ এই মন কি বাত অনুষ্ঠানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

এক মাসের মত বাকি আছে আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের। সুস্থ থাকার লক্ষ্যে সকলকে যোগার সঙ্গে যুক্ত হতে আহবান রাখেন তিনি।পাশাপাশি দেশবাসীর প্রতি ব্যবহৃত কাগজের রিসাইকলিং করার আহবানও রাখেন তিনি।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া মেগা লাকি ড্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ মে।। ২২ এপ্রিল থেকে ৩ মে ২০২৫ পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ত্রিপুরার ৩ শাখা শোরুম ও ১৫ এপ্রিল থেকে ৩ মে অব্দি কলকাতার ৩ টি শাখা শোরুমে উদযাপিত হয়েছে ‘শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব’। এই বিশেষ অফারে গ্রাহকরা প্রত্যেক কেনাকাটার সাথে যে কুপন পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকেই কলকাতায় ২৫ মে ২০২৫ লাকি ড্র-এর মাধ্যমে মেগা ড্র -এর বিজয়ীদের বেছে নেওয়া হয়।

সেই উপলক্ষে বিশিষ্ট ক্রিকেটার সম্বরণ ব্যানার্জি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিরেক্টর অর্পিতা ও রূপক সাহা জ্ঞ এদিন তারাই গ্রাহকদের জন্য মেগা লাকি ড্র এর পুরস্কার ৩ টি স্কুটি-র লাকি ড্র কুপনগুলি বেছে নেন।

বিজয়ী গ্রাহকরা হলেন-

১. নমিতা দাস (A1011)
২. খোকন দেব (A1774)
৩. নবনীতা মিত্র (4395)

৩ জন ভাগ্যবান বিজয়ী গ্রাহকদের হাতে তাঁদের পুরস্কারগুলি আগামী দিনে এক বিশেষ উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে এসে সম্বরণ ব্যানার্জি বলেন, ”এখানে এসে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব -এর লাকি ড্র কুপন বাছাই করে আর ভাগ্যবান গ্রাহকদের নাম ঘোষণা করতে পেরে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।” সঙ্গে তিনি বিজয়ীদের শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানান।একই সঙ্গে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- কেও এতো সুন্দর এক আয়োজন করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। ‘প্রথমেই সবাই কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞ এই বছরের ”শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব ” অসামান্য সাফল্য পেয়েছে। আমাদের সকল প্রিয় গ্রাহকদের ও রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এই আয়োজনে পাশে থাকার জন্য। একইসঙ্গে বরাবরের মতো, সংস্থার তরফে গ্রাহকদের আশ্বস্ত করছি আমাদের গয়নার গুণমান, পরিষেবা এবং সঠিক মূল্য নিয়ে।”- বলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর রূপক সাহা। ”আমরা সবাই জানি, অক্ষয় তৃতীয়া খুবই শুভ তিথি। তাই এরকম শুভ সময়ে সোনা কিনে তার উজ্জ্বল ছটায় সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে আমরা সকলেই চাই। এবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় হিরে ও সোনার নতুন নতুন কালেকশনে আমাদের প্রত্যেক শোরুম সেজে উঠেছিল। আর গ্রাহক বন্ধুরা পাশে থাকাতে সেই সাজ আরো উজ্জল হয়ে উঠেছিল,’ বলেন সংস্থার আরেক ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা উ

শুভেচ্ছা বিনিময় ও সকল কে অভিনন্দন জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas